আহলুস্ সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী (দ:)

[কুরআন ও হাদীসের আলোকে মহানবী (দ:)-এর বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন দিবস) উদযাপনের বৈধতা ও এতদসংক্রান্ত ইসলামী বিধান]

[আমার পীর ও মুরশেদ চট্টগ্রাম আহলা দরবার শরীফের হযরত মওলানা শাহ সূফী আলহাজ্ব সৈয়দ আবু জা'ফর মোহাম্মদ সেহাবউদ্দীন খালেদ সাহেব কেবলা (রহ:)-এর পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গিত - কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন, অনুবাদক]

এটি সত্য যে ঈদে মীলাদুন্নবী (দ:)-এর সময় শয়তান ও তার সহযোগীরা ছাড়া সবাই দিনটিকে উদযাপন করেন; কেননা, শয়তান চার বার উচ্চস্বরে কেঁদেছিল – প্রথমবার যখন আল্লাহতা'লা তাকে অভিশপ্ত আখ্যা দেন; দ্বিতীয়বার যখন তাকে বেহেস্ত থেকে বের করে দেয়া হয়; তৃতীয়বার যখন মহানবী (দ:)-এর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন হয়; এবং চতুর্থবার যখন সূরা ফাতেহা নাযেল তথা অবতীর্ণ হয় [ইবনে কাসীর কৃত আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া, ২য় খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা]।

নোট: ওপরের বর্ণনা একটি ছোট-খাটো ভূমিকামাত্র। পাঠ করা জরুরি কাতে'য়ী তথা প্রামাণিক ও সুস্পষ্ট দলিল-আদিল্লা নিচে পেশ করা হবে, ইনশা'আল্লাহ।

মুসলমান সর্বসাধারণ মহানবী (দ:)-এর বেলাদত দিবস খুশি মনে উদযাপন করেন এই কারণে যে আল্লাহ পাক তাঁর 'ফযল (অনুগ্রহ) ও রহমত (করুণা)' প্রাপ্তিতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন খুশি হতে। নিচের লেখনীর ভিত্তি হবে

(ক) কুরআন মজীদ ও এর তাফসীর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ);

(খ) হাদীস শাস্ত্র;

(গ) প্রসিদ্ধ আলেম-উলেমা ও ফেকাহবিদদের বক্তব্য; এবং

(ঘ) মীলাদুন্নবী (দ:)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন।

ক. আল-কুরআন ওয়াল ফুরকান ও এর তাফসীরের মাধ্যমে উপলব্ধি

দলিল নং ১

আল্লাহতা'লা তাঁর পাক কালামে বলেন,

"(হে রাসূল) আপনি বলুন: ***আল্লাহর ফযল (অনুগ্রহ) ও তাঁরই রহমত (দয়া/করুণা), তাতে তাদের (মো'মেন মুসলমানদের) খুশি প্রকাশ করা উচিত।*** তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলতের চেয়েও শ্রেয়।" (সূরা ইউনুস, ৫৮ আয়াত)

কেউ কেউ হয়তো কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে ভাবতে পারেন যে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর ধরণীর বুকে শুভাগমন কোনো খোদায়ী করুণা নয়; আরও কেউ কেউ মিথ্যেভাবে আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারকে সীমাবদ্ধ করতে চান এই বলে যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'রহমত' দ্বারা হুযূর পূর নূর (দ:)-কে উদ্দেশ্য করা হয় নি, আর তাই আমাদের খুশি/আনন্দ উদযাপন করা উচিত নয়। এমতাবস্থায় এই সমস্ত লোকদের জন্যে সেরা জবাব হবে কুরআনের আয়াত দ্বারা আয়াতের তাফসীর করা।

আল-কুরআনের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

"(হে রাসূল), আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি ***জগতসমূহের জন্যে আমার রহমত*** (করুণা) করে।" (সূরা আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত)

অতএব, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে মহানবী (দ:)-এর ধরণীর বুকে শুভাগমন কেবল আমাদের জন্যেই রহমত নয়, বরং আল্লাহ পাকের সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যেও তা রহমত। তাই কুরআনের (১০:৫৮) নির্দেশ মোতাবেক আমাদের তা উদযাপন করতে হবে।

ইমাম ইবনুল জাওযী নিজ 'তাফসীর'গ্রন্থে সূরা ইউনূসের উক্ত ৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আদ্ দাহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: এই আয়াতে 'ফযল' বলতে জ্ঞান (অর্থাৎ, আল-কুরআন ও তাওহীদ)-কে বুঝিয়েছে; **আর 'রহমত' বলতে মহানবী (দ:)-কে বোঝানো হয়েছে।**" [ইবনে জাওযী কৃত 'যা'দ আল-মাসীর ফী এলম আত্ তাফসীর', ৪:৪০]

ইমাম আবু হাইয়ান আন্দালুসী এ সম্পর্কে বলেন, "ফযল বলতে জ্ঞানকে, আর রহমত বলতে রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।" [তাফসীর আল-বাহর আল-মুহীত, ৫:১৭১]

ইমাম জালালউদ্দীন সৈয়ুতী (রহ:) বলেন, "আবু শায়খ হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহর ফযল বলতে জ্ঞানকে, **আর রহমত বলতে রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে বোঝানো হয়েছে।** আল্লাহ বলেন, (হে রাসূল) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি জগতসমূহের জন্যে আমার রহমত (করুণা) করে (সূরা আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত)।" [আস্ সৈয়ুতী প্রণীত দুররে মনসূর, ৪:৩৩০]

আল্লামা আলূসী ব্যাখ্যা করেন যে এমন কি 'ফযল' (অনুগ্রহ) বলতেও হযূর পাক (দ:)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেমনিভাবে বর্ণিত হয়েছে আল-খতীব ও ইবনে আসাকির থেকে যে আয়াতোক্ত 'ফযল' হলেন মহানবী (দ:)। [আলূসী রচিত রুহুল মাআনী, ১১:১৪১]

দলিল নং ২

কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে,

"এটি আল্লাহর অনুগ্রহ; যাকে চান দান করেন; এবং ***আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল***।" (সূরা জুমু'আহ, ৪ আয়াত)

আয়াতের শেষাংশে 'আল্লাহ বড় (অশেষ) অনুগ্রহশীল' বাক্যটিকে **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস** (রা:) ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

আল্লাহর অনুগ্রহ অফুরন্ত, যেহেতু তিনি মহানবী (দ:)-কে ইসলাম ও নবুয়্যত দান করেছেন; এও বলা হয়েছে যে এর মানে ঈমানদারদের প্রতি তিনি ইসলামের নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে এর অর্থ তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন মহানবী (দ:) এবং কেতাব (কুরআন) প্রেরণ করে। [তানবির আল-মিকবাস মিন তাফসীর ইবনে আব্বাস]

দলিল নং ৩

হযরত এয়াহইয়া (আ:) সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

"অতএব, ***শান্তি তাঁরই প্রতি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছেন***, যেদিন বেসাল (খোদার সাথে পরলোকে মিলন)-প্রাপ্ত হবেন এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন।" (সূরা মরঈয়ম, ১৫ আয়াত)

প্রমাণিত হলো যে আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দের বেলাদত তথা ধরণীতে শুভাগমনের দিনগুলো আল্লাহর দৃষ্টিতে 'শান্তিময়'।

দলিল নং ৪

আল্লাহতা'লা তাঁর পাক কালামে বলেন,

"আর নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি সহকারে প্রেরণ করেছি (এ কথা বলে) 'আপন সম্প্রদায়কে অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে নিয়ে আসো এবং ***তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দাও***'! নিশ্চয় সেটির মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে।" (সূরা ইবরাহীম, ৫ আয়াত)

আয়াতোক্ত আল্লাহর 'আইয়াম' (দিবস) মানে কী? ইমাম বায়হাকী নিজ 'শুআব আল-ঈমান' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহর 'আইয়াম' বা দিনগুলো হলো সে সব দিন যা'তে তাঁর 'নেয়ামত ও নিদর্শনাদি' প্রকাশ পেয়েছে। [তাফসীর-এ-রুহুল মা'আনী, সূরা ইব্রাহীম, ৫ আয়াত]

আহাদীস থেকে এস্তাদলাল

দলিল নং ১

বই-০০৬, হাদীস নম্বর-২৬০৬ (সহীহ মুসলিম)

হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা:) বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:)-কে সোমবার দিন তিনি কেন রোযা রাখেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়; এর জবাবে তিনি এরশাদ ফরমান: ***এই দিন আমার বেলাদত (ধরণীতে শুভাগমন)*** হয়েছিল এবং এই দিনে আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়।

এই হাদীসটি আরও বর্ণনা করেন ইমাম বায়হাকী তাঁর 'সুনান আল-কুবরা' (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০, হাদীস নং ৮১৮২, ৮২৫৯) গ্রন্থে, ইমাম নাসাঈ নিজ 'সুনান' বইয়ে এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল স্বরচিত 'মুসনাদ' পুস্তকে।

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে রাসূলুল্লাহ (দ:) তাঁর বেলাদত দিবসের ব্যাপারে খুব খুশি ছিলেন এবং তাই তিনি (আল্লাহর কাছে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে রোযা রেখেছিলেন। রোযা রাখা এক ধরনের এবাদত; সুতরাং যে কোনো ধরনের এবাদত পালন করে এই দিনকে উদযাপন করা যায়। কেউ রোযা রাখতেও পারেন, আবার (মীলাদের) মাহফিল (সমাবেশ) করতেও পারেন; কেননা এগুলোর সবই এবাদত।

দলিল নং ২

খণ্ড-৭, বই-৬২, হাদীস নম্বর-৩৮ (সহীহ বুখারী)

উরসা (রা:) বর্ণনা করেন: সোওয়াইবা (রা:) আবু লাহাবের মুক্ত করে দেয়া ক্রীতদাসী ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে মহানবী (দ:)-কে বুকের দুধ খাইয়েছিলেন (তাঁর মায়ের ইন্তেকালের পরে)। আবু লাহাব মারা যাবার পরে তার এক আত্মীয় স্বপ্নে তাকে খুব খারাপ অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কেমন আচরণ পেলে?" সে উত্তরে বল্লো, "তোমাদের ত্যাগ করার পরে আমি কোনো নিষ্কৃতি পাই নি, ***তবে প্রতি সোমবার আমার এই আঙ্গুল থেকে খাবার জন্যে পানি প্রবাহিত হয়***, আর এটি এই জন্যে যে আমি (তা দ্বারা) সোয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম।"

সোয়াইবিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বেলাদতের সুসংবাদ আবু লাহাবের কাছে নিয়ে এলে সে ওই আঙ্গুলের ইশারায় তাঁকে মুক্ত করে দেয়। সর্বনিকৃষ্ট কাফের ও ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রুকেও এই কারণে তার আযাব ভোগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় সে সকল মো'মেন মুসলমানের উচ্চ মর্যাদার কথা চিন্তা করুন, যাঁরা খুশি মনে হুযূর পাক (দ:)-এর মওলিদ উদযাপন করেছেন এবং করছেন। এই হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হবে উলামাবৃন্দের রায়-সম্বলিত শেষ অধ্যায়ে।

দলিল নং ৩

খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৭, হাদীস নম্বর-১১৩০ (সহীহ মুসলিম, দারুল কুতাব আল-ইলমিয়্যাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ (দ:) মদীনায় এসে দেখেন যে সেখানকার ইহুদীরা ১০ই মুহররম তারিখে রোযা রাখছেন। এ ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা উত্তরে বলেন, ‘এই দিনটিতেই মূসা (আ:) ও বনী ইসরাইল বংশ ফেরাউনের ওপর বিজয় লাভ করেন। তাই আমরা এর মহিমা সমুন্নত রাখতে রোযা পালন করে থাকি।’ অতঃপর মহানবী (দ:) বলেন, ‘মূসা (আ:)-এর ওপর তোমাদের চেয়ে আমরা বেশি হক্কদার।’ এমতাবস্থায় তিনি মুসলমানদেরকে রোযা রাখার আদেশ করেন।

হযরত মূসা (আ:)-এর সম্মানার্থে যদি ইহুদীরা তাঁর স্মরণে দিবস পালন করতে পারেন, তাহলে আমরা মুসলমান সমাজ মহানবী (দ:) যেদিন এ দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন সে দিনটিকে সম্মান করার ও তা পালন করার ক্ষেত্রে আরও বেশি অধিকার সংরক্ষণ করি। এটি ওপরের হাদীস থেকে উলামা-এ-কেরামের নেয়া সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, যা তাঁরা দুটো বিষয়ের মধ্যে তুলনার ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে শেষ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

দলিল নং ৪

খণ্ড-১, পৃষ্ঠা নম্বর-২৪১, হাদীস নম্বর-৪৪৮ (সুনান আন্ নাসাঈ)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা:) বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:) তাঁর মে’রাজে গমন সম্পর্কে ব্যাখ্যাকালে বলেন, জিবরীল আমীন (আ:) বেথলেহেমে আমাকে বোরাক থেকে নেমে দোয়া করতে অনুরোধ করেন, যা করা হলে তিনি বলেন: ’এয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)! আপনি কোথায় দোয়া করেছেন তা জানেন কি? ***আপনি বেথলেহেমে দোয়া করেছেন, যেখানে ঈসা (আ:)-এর জন্ম হয়েছিল।***’

ইমাম বায়হাকী (রহ:) এই হাদীসটি অপর এক সাহাবী হযরত শাদ্দাদ বিন আওস (রা:) থেকে ভিন্ন এসনাদে বর্ণনা করেন। বর্ণনাশেষে তিনি বলেন, ‘এর এসনাদ (সনদ) সহীহ।’ [আল-বায়হাকী কৃত ’দালাইল আন্ নবুওয়াহ’, (২/৩৫৫-৩৫৬)]

অতএব, **মওলিদ** ও আম্বিয়া (আ:)-এর জন্মস্থানসমূহ আল্লাহর শআয়ের তথা সম্মানীয় স্মৃতিচিহ্নগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

হক্কপন্থী উলামা ও ফুকাহাবৃন্দের সমর্থনসূচক দলিল

১/ - ইবনে কাসীর, *যাকে সালাফী/ওহাবীরা তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে থাকে,* তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামের মুজাহিদ সুলতান গাযী সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ভগ্নিপতি শাহ মালিক আল-মুযাফফর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অথচ সালাফীরাই ইবনে কাসীরের কথাকে বিকৃত করে এই মর্মে মিথ্যে ছড়িয়েছে যে মুযাফফর শাহ একজন ফাসেক, নিষ্ঠুর ও বেদআতী শাসক ছিলেন (নাউযু বিল্লাহ)। প্রকৃতপক্ষে ইবনে কাসীর লিখেন:

”(মুযাফফর শাহ) ছিলেন একজন উদার/সহৃদয় ও প্রতাপশালী এবং মহিমান্বিত শাসক, যাঁর সকল কাজ ছিল অতি উত্তম। তিনি কাসিইউন-এর কাছে জামেয়া আল-মুযাফফরী নির্মাণ করেন.....(প্রতি) রবিউল আউয়াল মাসে তিনি জাঁকজমকের সাথে মীলাদ শরীফ (মীলাদুন্নবী) উদযাপন করতেন। উপরন্তু, তিনি ছিলেন দয়ালু, সাহসী, জ্ঞানী, বিদ্বান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক - রাহিমুহুল্লাহ ওয়া একরাম - শায়খ আবুল খাত্তাব (রহ:) সুলতানের জন্যে মওলিদুন্ নববী সম্পর্কে একখানি বই লিখেন এবং নাম দেন ‘আত্ তানভির ফী মওলিদ আল-বাশির আন্ নাযীর’। এ কাজের পুরস্কারস্বরূপ সুলতান তাঁকে ১০০০ দিনার দান করেন। সালাহিয়া আমল পর্যন্ত তাঁর শাসন স্থায়ী হয় এবং তিনি ’আকা’ জয় করেন। তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্র থেকে যান।

”আস্ সাবত্ এক ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত করেন যিনি সুলতানের আয়োজিত মওলিদ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন; ওই ব্যক্তি বলেন: ‘অনুষ্ঠানে সুলতান ভালভাবে রান্নাকৃত ৫০০০ ছাগল, ১০,০০০ মোরগ, ১ লক্ষ বৌল-ভর্তি দুধ এবং ৩০,০০০ ট্রে মিষ্টির আয়োজন করতেন’।” [’তারিখে ইবনে কাসীর’, ‘আল-বেদায়াহ ওয়ান্ নেহায়া’ ১৩তম খণ্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা]

২/ - ইমাম সেহাবউদ্দীন আবুল আব্বাস কসতলানী (রহ:) যিনি ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া’ শীর্ষক সীরাতের বই রচনা করেন, তিনি বলেন:

”মহানবী (দ:)-এর বেলাদত তথা এ ধরণীতে শুভাগমন রাতে হয়েছে বলা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে দুটো রাতের মধ্যে কোনটি বেশি মর্যাদাসম্পন্ন - কদরের রাত (যা’তে কুরআন অবতীর্ণ হয়), নাকি রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর ধরাধামে শুভাগমনের রাত?

হুযূর পূর নূর (দ:)-এর বেলাদতের রাত এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর ৩টি কারণে -

প্রথমতঃ নবী করীম (দ:) এ বসুন্ধরায় আবির্ভূত হন মওলিদের রাতে, অথচ কদরের রাত (পরবর্তীকালে) তাঁকে মনঞ্জুর করা হয়। অতএব, মহানবী (দ:)-এর আবির্ভাব, তাঁকে যা মনঞ্জুর করা হয়েছে তার চেয়েও শ্রেয়তর। তাই মওলিদের রাত অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন।

দ্বিতীয়তঃ কদরের রাত যদি ফেরেশতাদের অবতীর্ণ হবার কারণে মর্যাদাসম্পন্ন হয়, তাহলে মওলিদের রাত মহানবী (দ:) এ ধরণীতে প্রেরিত হবার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রাসূলুল্লাহ (দ:) ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, আর তাই মওলিদের রাতও শ্রেষ্ঠতর।

তৃতীয়তঃ কদরের রাতের বদৌলতে উম্মতে মোহাম্মদীকে বিশিষ্টতা দেয়া হয়েছে; অথচ মওলিদের রাতের মাধ্যমে সকল সৃষ্টিকে ফযিলাহ দেয়া হয়েছে। কেননা, মহানবী (দ:)-কে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যে রহমত করে পাঠানো হয়েছে (আল-কুরআন ২১:১০৭)। অতএব, এই রহমত সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্যে সার্বিক।”

রেফারেন্স: ইমাম কসতলানী (রহ:) প্রণীত ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া’, ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা। এ ছাড়াও ইমাম যুরকানী মালেকী স্বরচিত ‘শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া’, ১ম খণ্ড, ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা।

ইমাম কসতলানী (রহ:) আরও বলেন: **"যাদের অন্তর রোগ-ব্যাধি দ্বারা পূর্ণ, তাদের কষ্ট লাঘবের জন্যে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর মীলাদের মাস, অর্থাৎ, রবিউল আউয়ালের প্রতিটি রাতকে যাঁরা উদযাপন করেন তাঁদের প্রতি আল্লাহতা'লা দয়াপরবশ হোন!"** [আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া, ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা]

৩/ - ইমাম জালালউদ্দীন সৈয়ুতী (রহ:) যিনি হিজরী ৯ম শতকের মোজাদ্দেদ (ইসলাম পুনরুজ্জীবনকারী), তিনি লিখেন:

"মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপন যা মূলতঃ মানুষদের সমবেত করা, কুরআনের অংশ-বিশেষ তেলাওয়াত, মহানবী (দ:)-এর ধরাধামে শুভাগমন (বেলাদত) সংক্রান্ত ঘটনা ও লক্ষণগুলোর বর্ণনা পেশ, অতঃপর তবাররুক (খাবার) বিতরণ এবং সবশেষে সমাবেশ ত্যাগ, তা উত্তম বেদআত (উদ্ভাবন); **আর যে ব্যক্তি এর অনুশীলন করেন তিনি সওয়াব অর্জন করেন, কেননা এতে জড়িত রয়েছে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর মহান মর্যাদার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর সম্মানিত বেলাদতের প্রতি খুশি প্রকাশ।**" [ইমাম সৈয়ুতী কৃত 'আল-হাওয়ী লিল্ ফাতাওয়ী', ১ম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, মাকতাবা আল-আসরিয়া, বৈরুত, লেবানন হতে প্রকাশিত]

* [হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মওলিদ ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

একই দিনে বেলাদত (শুভাগমন) ও বেসাল (পরলোকে আল্লাহর সাথে মিলিত) হলেও কেন মহানবী (দ:)-এর মীলাদ অগ্রাধিকার পাবে তা ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) ব্যাখ্যা করে বলেন:

"বিশ্বনবী (দ:)-এর বেলাদত হলো (আল্লাহর) সর্ববৃহৎ নেয়ামত (আশীর্বাদ); আর তাঁর বেসাল মহা দুর্যোগ। ধর্মীয় বিধান আমাদের প্রতি তাকিদ দেয় যেন আমরা আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগুজারি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করি এবং দুর্যোগের মুহূর্তে ধৈর্য ধরি ও শান্ত থাকি। শরীয়তের আইনে আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে কোনো শিশুর জন্মে পশু কোরবানি দিতে (এবং ওর গোস্ত গরিবদের মাঝে বিতরণ করতে)। এটা ওই শিশুর জন্মোপলক্ষে কৃতজ্ঞতা ও খুশি প্রকাশের নিদর্শন। পক্ষান্তরে, মৃত্যুর সময় পশু কোরবানি দিতে শরীয়ত আমাদের আদেশ দেয় নি। উপরন্তু, শোক প্রকাশ বা মাতম করতে শরীয়তে মানা করা হয়েছে। অতএব, মীলাদুন্নবী (দ:)-এর পুরো মাসব্যাপী খুশি প্রকাশ করার পক্ষে ইসলামী বিধানের রায় পরিদৃষ্ট হয়; আর তাঁর বেসাল উপলক্ষে শোক প্রকাশ না করার পক্ষে মত দেয়া হয়।" [হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মওলিদ, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা]

* [দেখুন - ইমাম সৈয়ুতী প্রণীত 'আল-হাওয়ী লিল্ ফাতাওয়ী', ১ম খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, মাকতাবা আল-আসরিয়া, বৈরুত, লেবানন হতে প্রকাশিত]

নোট: মহানবী (দ:)-এর বেসাল ১২ই রবিউল আউয়াল নয় যেমন ধারণা করে থাকে কিছু মানুষ; তাদের এই ধারণার জন্ম 'অমৃতের সীলমোহর' জাতীয় বই-পুস্তক। বিভিন্ন সহীহ বর্ণনায় বিবৃত সঠিক দিনটি হলো ২রা রবিউল আউয়াল।

৪/ - যুগের শায়খুল ইসলাম ও মুহাদ্দীস ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ:)

মহানবী (দ:)-এর মীলাদ দিবস উদযাপন সম্পর্কে হযরত ইমামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি লিখিতভাবে যে উত্তর দেন তা নিম্নরূপ: "মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের উৎস বলতে এটি এমন এক বেদআত (উদ্ভাবন) যা প্রথম তিন শতকের সালাফ আস্ সালেহীন (পুণ্যাত্মাবৃন্দ) কর্তৃক আমাদেরকে জ্ঞাত করানো হয় নি, যদিও এতে প্রশংসনীয় ও প্রশংসনীয় নয় উভয় দিকই বিদ্যমান। **কেউ প্রশংসনীয় দিকগুলো গ্রহণ করে প্রশংসনীয় নয় এমন দিকগুলো বর্জন করায় যত্নবান হলে তা বেদআতে হাসানা তথা কল্যাণময় নতুন প্রথা হবে।** আর তা না হলে এর উল্টো হবে। **এ বিষয়ের বৈধতা প্রতীয়মানকারী একটি নির্ভরযোগ্য শরীয়তের দলিল আমার সামনে এসেছে, আর তা হলো বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত সহীহ হাদীস যা'তে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী (দ:) মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করে দেখতে পান সেখানকার ইহুদীরা ১০ই মহররম (আশুরা) তারিখে রোযা রাখেন** ['হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মওলিদ' ৬৩ পৃষ্ঠা]। **এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দেন, 'এই দিনে আল্লাহতা'লা ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে মূসা (আ:)-কে রক্ষা করেন। তাই আমরা মহান প্রভুর দরবারে এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে রোযা রেখে থাকি।' এই ঘটনা পরিস্ফুট করে যে আল্লাহতা'লার রহমত অবতরণের কিংবা বালা-মসীবত দূর হওয়ার কোনো বিশেষ দিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, সেই উদ্দেশ্যে বার্ষিকী হিসেবে তা উদযাপনের সময় নামায, রোযা, দান-সদকাহ বা কুরআন তেলাওয়াতের মতো বিভিন্ন এবাদত-বন্দেগী পালন করা শরীয়তে জায়েয। আর রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর মীলাদের (ধরণীতে শুভাগমন দিবসের) চেয়ে আল্লাহর বড় রহমত কী-ই বা হতে পারে?** এরই আলোকে প্রত্যেকের উচিত হযরত মূসা (আ:) ও ১০ই মহররমের ঘটনার (দালিলিক ভিত্তির) সাথে সঙ্গতি রেখে মীলাদুন্নবী (দ:) দিবস উদযাপন করা; তবে যাঁরা এটি বিবেচনায় নেন না, তাঁরা (রবিউল আউয়াল) মাসের যে কোনো দিন তা উদযাপনে আপত্তি করেন না; অপর দিকে কেউ কেউ সারা বছরের যে কোনো সময় (দিন/ক্ষণ) তা উদযাপনকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই বৈধ জেনেছেন। [প্রাগুক্ত 'হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মওলিদ', ৬৪ পৃষ্ঠা]।

"আমি মওলিদের বৈধতার দলিল সুন্নাহ'র আরেকটি উৎস থেকে পেয়েছি (আশুরার হাদীস থেকে বের করা সিদ্ধান্তের বাইরে)। **এই হাদীস ইমাম বায়হাকী (রহ:) হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন: 'হুযূর পাক (দ:) নবুয়্যত প্রাপ্তির পর নিজের নামে আকিকাহ করেন; অথচ তাঁর দাদা আবদুল মোত্তালিব তাঁরই বেলাদতের সপ্তম দিবসে তাঁর নামে আকিকাহ করেছিলেন, আর আকিকাহ দু'বার করা যায় না।** অতএব, রাসূলে খোদা (দ:) বিশ্বজগতে আল্লাহর রহমত হিসেবে প্রেরিত হওয়ায় মহান প্রভুর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে এটি করেছিলেন, তাঁর উম্মতকে সম্মানিত করার জন্যেও, যেমনিভাবে তিনি নিজের ওসীলা দিয়ে দোয়া করতেন। **তাই আমাদের জন্যেও এটি করা উত্তম হবে যে আমরা মীলাদুন্নবী (দ:) দিবসে কৃতজ্ঞতাসূচক খুশি প্রকাশার্থে আমাদের দ্বীনী ভাইদের সাথে সমবেত হই, মানুষদেরকে খাবার পরিবেশন করি এবং অন্যান্য সওয়াবদায়ক আমল পালন করি।'** এই হাদীস পূর্বোক্ত মহানবী (দ:)-এর দ্বারা মীলাদ ও নবুয়্যত-প্রাপ্তির দিবস পালনার্থে সোমবার রোযা রাখার হাদীসকে সমর্থন দেয়।" [প্রাগুক্ত 'হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মওলিদ, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা]

৫/ - ইমাম শামসউদ্দীন দামেশকী (রহ:) লিখেন:

এটি প্রমাণিত যে আবু লাহাবের (পারলৌকিক) অনলে স্বলবার শাস্তি প্রতি সোমবার লাঘব করা হয়, কেননা সে মহানবী (দ:)-এর বেলাদতে খুশি হয়েছিল এবং তার দাসী সোয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিল (সুসংবাদ দেয়ার জন্যে)। আবু লাহাবের মতো অবিশ্বাসী, যার চিরস্থায়ী আবাস দোযখ এবং যার জন্যে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়েছে, সে যদি আযাব থেকে তাখফিফ (নিষ্কৃতি) পায় প্রতি সোমবার, তাহলে ভাবুন সেই মো'মেন ব্যক্তির কী শান যিনি সারা জীবন রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর বেলাদতে খুশি প্রকাশ করেছিলেন এবং আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। [ইমাম দামেশকী কৃত 'মওরিদ আস্ সাফা ফী মওলিদ আল-হাদী' এবং ইমাম সৈয়ুতী প্রণীত 'হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মওলিদ', ৬৬ পৃষ্ঠা]

৬/ - গোঁড়াপন্থী আলেম ইমাম ইবনুল জাওযী-ও মওলিদ-বিষয়ক একখানি বই লিখেন যার নাম 'আল-জারহ ওয়াত্ তাদীল'। ওতে তিনি বলেন:

হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা), মিসর, ইয়েমেন, বরঞ্চ আরব বিশ্বের সকল মানুষই দীর্ঘদিন যাবত মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপন করে আসছেন। রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে তাঁদের খুশির সীমা থাকে না এবং তাঁরা মওলিদের যিকর পালনের জন্যে নির্দিষ্ট সমাবেশের (মাহফিলের) আয়োজন করেন যার বদৌলতে তাঁরা অশেষ নেকী ও সাফল্য অর্জন করেন। [বয়ানুল মীলাদ আন্ নববী, ৫৮ পৃষ্ঠা]

৭/ - ভারত উপমহাদেশের আলেম শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দীসে দেহেলভী নিজের সেরা অভিজ্ঞতাগুলোর একটি বর্ণনা করেন:

মক্কা মোয়াযযমায় এক মীলাদ মাহফিলে আমি একবার অংশগ্রহণ করি। তাতে মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রতি দরুদ-সালাম প্রেরণ করছিলেন এবং তাঁর বেলাদতের সময় (আগে ও পরে) যে সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল, আর তাঁর নবুয়্যতপ্রাপ্তির আগে যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল (যেমন - মা আমেনা হতে নূর বিচ্ছুরণ ও তাঁর দ্বারা নূর দর্শন, রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর বাবা আব্দুল্লাহর কপালে নূর দেখে তাঁকে এক মহিলার বিয়ের প্রস্তাব দেয়া ইত্যাদি), সে সম্পর্কে তাঁরা উল্লেখ করছিলেন। **হঠাৎ আমি দেখলাম এ রকম এক দল মানুষকে নূর ঘিরে রেখেছে; আমি দাবি করছি না যে আমার চর্মচক্ষে এটি আমি দেখেছি; এও দাবি করছি না যে এটি রূহানীভাবে (দিব্যদৃষ্টি মারফত) দেখেছি, আর আল্লাহতা'লা-ই এই দুইয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে ধ্যানের মাধ্যমে এই সব আনওয়ার (জ্যোতিসমূহ) সম্পর্কে আমার মাঝে এক বাস্তবতার উদয় হয়েছে যে এগুলো সে সকল ফেরেশতার আনওয়ার যাঁরা ওই ধরনের (মীলাদের) মজলিশে অংশগ্রহণ করেন। আমি এর পাশাপাশি আল্লাহর রহমত নাযেল হতেও দেখেছি।** [ফুইয়ূয আল-হারামাইন, ৮০-৮১ পৃষ্ঠা]

৮/ - শাহ আবদুল আযীয মোহাদ্দীসে দেহেলভী যিনি রাফেযী শিয়াদের খণ্ডনে 'তোহফা-এ-এসনা আশারিয়্যা' শিরোনামের একটি বই লিখেছেন, তিনি বলেন:

রবিউল আউয়াল মাসের বরকত (আশীর্বাদ) রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর বেলাদত তথা ধরণীতে শুভাগমনের কারণেই হয়েছে। এই মাসে উম্মতে মোহাম্মদী যতো বেশি দরুদ-সালাম প্রেরণ করবেন এবং গরিবদের দান-সদকাহ করবেন, ততোই তাঁরা আশীর্বাদ লাভ করবেন। [ফতোয়ায়ে আযীযিয়্যা, ১:১২৩]

৯/ - মোল্লা আলী কারী যিনি 'শরহে মেশকাত' শীর্ষক গ্রন্থপ্রণেতা ও হানাফী ফেকাহবিদ, তিনি বলেন:

আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান, 'নিশ্চয় তোমাদের কাছে তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই রাসূল...' (সূরা তাওবা, ১২৮ আয়াত)। এতে এই ইঙ্গিত আছে যে আমাদের এই ধরণীতে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর আগমনের শুভক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। অতএব, প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে (কুরআনের) যিকর পালন করা। আর সেমা' ও খেলাধুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, মোবাহ (বৈধ) যা কিছু আছে শুধু তা-ই মওলিদের অঙ্গীভূত করা যাবে; যেহেতু এগুলো এমন খুশির বিষয় যা'তে কোনো ক্ষতি নেই। [মোল্লা আলী কারী রচিত 'আল-মওলিদ আন্ নবী', ১৭ পৃষ্ঠা]

১০/ - ইমাম ইসমাঈল হাক্কী যিনি মুফাসসির ও সূফী, তিনি বলেন:

মওলিদ উদযাপন মহানবী (দ:)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থাগুলোর অন্যতম, তবে শর্ত এই যে তা হতে হবে সকল বদ কাজ থেকে মুক্ত। ইমাম সৈয়ুতী (রহ:) বলেছেন, মীলাদুন্নবী (দ:) উপলক্ষে আমাদের খুশি হওয়া মোস্তাহাব (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৯ম খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)।

১১/ - মাশরেক তথা পূর্বাঞ্চলীয় কবি আল্লামা ইকবাল বলেন:

মুসলমানদের পবিত্র দিনগুলোর মধ্যে মীলাদুন্নবী (দ:) অন্যতম। আমার উপলব্ধি অনুযায়ী, মানব মস্তিষ্ক ও অন্তরগুলোর খাদ্য এবং নিরাময়/চিকিৎসার জন্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, 'আসওয়া-উর-রাসূল' (দ:) মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া অত্যাবশ্যক। তাঁদের এই আবেগ তিনটি উপায়ে জারি রাখা যায়:

(১) প্রথমটি হলো দরুদ-সালাম প্রেরণ যা মুসলমানদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁরা সম্ভাব্য সকল সময়েই তা করে থাকেন। আমি জানতে পেরেছি যে আরব বিশ্বে কোনো বাজার এলাকায় যদি দু'জন মানুষ ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তৃতীয়জন উচ্চস্বরে পাঠ করেন - আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা সাইয়্যেদিনা ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম - যা শুনে বিবদমান দু'জন ঝগড়া থামিয়ে দেন। এটি-ই দরুদের তা'সির বা প্রভাব। অতএব, যাঁর প্রতি এই দরুদ প্রেরণ করা হয় তাঁর (মহানবী-দ:) সম্পর্কে চিন্তা অন্তরের গভীরে প্রোথিত করা একান্ত আবশ্যক।

(২) দ্বিতীয় পন্থাটিতে মুসলমান সর্বসাধারণ বিপুল সংখ্যায় মীলাদের মাহফিলে হাজির হবেন এবং তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি (ইমাম/শায়খ/মুরশেদ) থাকবেন যিনি দো'জাহানের গর্ব মহানবী (দ:)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল; তিনি তা বিস্তারিতভাবে ওই মাহফিলে আলোকপাত করবেন যাতে মহানবী (দ:)-এর পথ ও মত অনুসরণের নিষ্ঠা ও আগ্রহ মুসলমানদের অন্তরে জাগ্রত হয়। এই উদ্দেশ্যেই আমরাও আজ সমবেত হয়েছি।

(৩) তৃতীয় পন্থাটি দুষ্কর হলেও উল্লেখ করা জরুরি। এটি হলো মহানবী (দ:)-কে এমনভাবে স্মরণ করা যাতে আমাদের অন্তরগুলো (ও আচার-ব্যবহার) নবুয়্যতের বিভিন্ন দিকের প্রকাশস্থল (মাযহার) হয় - যে অনুভূতি ১৩০০ বছর আগে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর হায়াতে জিন্দেগীতে তাঁরই (যাহেরী বা প্রকাশ্য/বাহ্যিক) উপস্থিতির সময় বিরাজ করছিল। ওই একই অনুভূতি যেন আমাদের অন্তরে উদিত হয়। [আসার-এ-ইকবাল, ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠা]

১১/ - মৌলভী আবদুল হাই লাখনভী বলে:

মীলাদুন্নবী (দ:)-এর প্রতি খুশি প্রকাশ করায় আবু লাহাবের মতো এতো বড় কাফের যদি পুরস্কৃত হতে পারে, তাহলে রাসূলে করীম (দ:)-এর ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে যে মুসলমান ব্যক্তি খুশি হন এবং তাঁরই মহব্বতে অর্থ ব্যয় করেন তিনি অবশ্যঅবশ্যই উচ্চ মকামে অধিষ্ঠিত হবেন, যেমনিভাবে ইমাম ইবনে জাওযী ও শায়খ আবদুল হক্ক মোহাদ্দীসে দেহেলভী উল্লেখ করেছেন। [আবদুল হাই প্রণীত 'মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া', ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা]

মৌলভী খলীল আহমদ সাহারানপুরী সকল সীমা ছাড়িয়ে নিজ 'আল-মুহান্নাদ' গ্রন্থে বলে: আমরা কে? কোনো মুসলমানই মীলাদুন্নবী (দ:)-এর যিকরকে বেদআত বা হারাম বিবেচনা করতে পারে না; এমন কি তাঁর মোবারক জুতো, তাঁর (মালিকানাধীন) গাধার মূত্রকেও তা বিবেচনা করতে পারে না। [আল-মুহান্নাদ, ৬০ পৃষ্ঠা, প্রশ্ন ২১]

১২/ - নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালী, লা-মযহাবীদের বড় নেতা, বলে:

মহানবী (দ:)-এর সীরাত, তাঁর হেদায়াত, মীলাদ ও বেসাল শরীফের যিকর আমরা প্রতিদিন করতে না পারলে কী দোষ? তাহলে আমাদের উচিত প্রতি মাসে এবং রবিউল আউয়াল মাসের দিনগুলোতে তা পালন করা; এই দিনগুলো খালি ফেলে রাখা উচিত নয়।

এই লা-মযহাবী নেতা আরও লিখে: কোনো ব্যক্তি মওলিদের ঘটনায় খুশি না হলে এবং আল্লাহর কাছে এই মহা অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে **'সে ব্যক্তি মুসলমানই নয়**।' [আশ্ শামামাতুল আম্বারা মিন মওলিদ আল-খায়র আল-বারিয়্যাহ, ১২ পৃষ্ঠা]

জরুরি নোট: আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে আমাদের (জমানার) 'সালাফী'রা তাদের নিজেদের দলের লোকদেরকেই 'কাফের' আখ্যা দেয়া থেকে নিস্তার দেয় নি। ওপরের ফতোওয়া সে সব 'সালাফী'দের প্রতি 'তাকফির' বা কুফরী (অবিশ্বাস)-এর অভিযোগ আরোপ করে যারা মীলাদুন্নবী (দ:)-এর সময় মুখ গোমড়া করে বসে থাকে এবং সেটিকে খণ্ডন করতে চায়। [এই লেখার প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছিল যে মহানবী (দ:)-এর শুভাগমনের সময় শয়তান উচ্চস্বরে কেঁদেছিল]

১৩/ - শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহ:) লিখেন:

আমাদের সময়ে যে মীলাদ মাহফিল ও যিকর-আযকার করা হয়, তা মূলতঃ (এমন) নেক আমল যা'তে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, দান-সাদকাহ, যিকর-তাযকেরা, মহানবী (দ:)-এর প্রতি দরুদ-সালাম পাঠ এবং তাঁর সানা-সিফাত তথা প্রশংসা-স্তুতি। [ইমাম হায়তামী প্রণীত 'ফাতাওয়া-এ-হাদীসিয়্যাহ', ২০২ পৃষ্ঠা]

দ্বীনী ভাই আমির ইবরাহীম কর্তৃক 'সালাফী'দের দাবি খণ্ডন (এই খণ্ডনমূলক বক্তব্যের কোনো জবাব কেউ দেখলে ahlus-sunna.com ওয়েবসাইটের হোম-পেজে প্রদত্ত ফোন নম্বরে সরাসরি ইবরাহীমভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন)

আপত্তি: মীলাদ/মওলিদ কোনো সাহাবী (রা:) কর্তৃক পালিত হয় নি, তাবেঈনদের দ্বারাও আয়োজিত হয় নি। এই সালাফ আস্ সালেহীন (প্রাথমিক যুগের পুণ্যাত্মাবৃন্দ)-দেরকেই আমরা অনুসরণ করি, যা সঠিক এবং নিরাপদ পথ ও মত।

জবাব: প্রথমতঃ এ দাবি অমূলক। কেননা রাসূলুল্লাহ (দ:) স্বয়ং নিজ মীলাদ-দিবস পালন করতেন যা সহীহ মুসলিম শরীফে প্রমাণিত হয়েছে এই মর্মে যে, তাঁকে সোমবার দিন তিনি রোযা রাখেন কেন এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আর তিনি উত্তর দেন, 'এই দিন আমি ধরাধামে শুভাগমন করেন, এবং আমার প্রতি ওহী তথা ঐশী প্রত্যাদেশও অবতীর্ণ হয় এই দিন' [দেখুন ওপরের 'আহাদীস থেকে এস্তাদলাল' শীর্ষক অংশের ১ম দলিল]। সর্বোপরি, আল্লাহতা'লা স্বয়ং 'আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দের মীলাদ তথা ধরণীতে শুভাগমনকে শান্তির দিন' বলে কুরআনে ঘোষণা করেন [১৯:১৫]।

দ্বিতীয়তঃ আমরা 'সালাফী'দেরকে আহ্বান জানাই মহানবী (দ:)-এর এমন একটি সুস্পষ্ট হাদীস দেখাতে যেখানে তিনি মীলাদকে বারণ করেছেন। মনে রাখবেন, কোনো বিষয়কে হারাম বলতে হলে নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক দলিল প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক; পক্ষান্তরে এমন কি নীরবতাও আমাদের সুন্নীদের পক্ষে যাবে নিম্নোক্ত হাদীসবলে:

হযরত আবু দারদা (রা:) বর্ণনা করেন যে রাসূলে খোদা (দ:) বলেন: "আল্লাহতা'লা তাঁর কেতাবে (কুরআনে) যা কিছুর অনুমতি দিয়েছেন তা হালাল, যা কিছু নিষেধ করেছেন তা হারাম; *আর যে ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছেন, তা ক্ষমাপ্রাপ্ত*। অতএব, আল্লাহর ক্ষমা গ্রহণ করো, কেননা আল্লাহ বিস্মৃত হন না।" অতঃপর মহানবী (দ:) নিচের আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করেন, 'আর আপনার প্রভু খোদাতা'লা কখনো বিস্মৃত হন না' (সূরা মরিয়ম, ১৯:৬৪)। [ইমাম হায়তামী কৃত 'মজমাউয্ যাওয়াইদ', ১:১৭১, হাদীস নং ৭৯৪]

ইমাম হায়তামী (রহ:) বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন আল-বাযযার এবং তাবারানী তাঁর 'কবীর' গ্রন্থে, 'যার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের এসনাদ (সনদ) হাসান পর্যায়ভুক্ত।'

এই হাদীসকে সহীহ বলেছে নাসিরুদ্দীন আলবানীও, তার রচিত 'সিলসিলাত আস্ সহীহাহ্' পুস্তকে (৫:৩২৫)।

অতএব, এই হাদীস মোতাবেক নীরবতা প্রমাণ করে যে মওলিদ/মীলাদ জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত)। কেননা, এর আসল (মূলভিত্তি) কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান, যার অসংখ্য প্রমাণ আমরা ওপরে পেশ করেছি।

তৃতীয়তঃ যদি ধরেও নেয়া হয় যে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) বা তাবেঈনবৃন্দ এটি করেন নি (যদিও এর কোনো নফি বা নেতিবাচক প্রমাণ বিদ্যমান নেই), তাহলে তো অনেক আমল-ই সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) ও তাবেঈনবৃন্দ পালন করেন নি; বরং পরবর্তীকালের উলামা-এ-কেরাম সেগুলো সম্পর্কে শরীয়তের মৌলনীতির সাথে সঙ্গতি সাপেক্ষে জায়েয হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং কোনো বিষয় শরীয়তের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সর্বদা জায়েয বলে সাব্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ, হাদীসশাস্ত্রে আল-জারহ ওয়াত্ তা'দীল-এর জ্ঞান, আসমা-উর-রিজাল সংক্রান্ত জ্ঞান, আল-কুরআনে এ'রাব বসানো, মসজিদে মিনারা নির্মাণ, বর্ণনাকারীদের এসনাদ বা পরম্পরাসহ হাদীস বর্ণনা ইত্যাদি জায়েয। এর কারণ হলো, শরীয়তে এগুলোর মৌলভিত্তি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, মীলাদুন্নবী (দ:)-এর উদযাপন আল-কুরআনেই বিদ্যমান, আর তা সুন্নাহতেও বিদ্যমান।

আপত্তি: মওলিদ হলো বেদআত আদ্ দালালাত (ধর্মে বিচ্যুতিমূলক নতুন পরিবেশনা)। রাসূলুল্লাহ (দ:) স্বয়ং সহীহ হাদীসে বলেছেন সকল বেদআত পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নামের আগুন।

জবাব: এই হাদীসের বিষয়বস্তু সার্বিক নয়, বরং নির্দিষ্ট, যেমনিভাবে স্বর্ণযুগের মহান ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহ:) ব্যাখ্যা করেন:

"উপরোক্ত হাদীস যা'তে বলা হয়েছে যে সকল বেদআত গোমরাহী ও সকল গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নামের আগুন, তা শুধু বেদআতে মোহরিমা তথা হারাম উদ্ভাবনের বেলায়-ই প্রযোজ্য হবে; অন্যান্য ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।" [আল-হায়তামী কৃত 'ফাতাওয়া-এ-হাদীসিয়্যা', ১ম খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন থেকে প্রকাশিত]

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তে এ ধরনের শব্দ ও ব্যাখ্যা অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল-কুরআন ঘোষণা করে, "নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ভিন্ন যা কিছুর পূজো তোমরা করছো, সবই জাহান্নামের ইন্ধন" [২১:৯৮]। আমরা সবাই জানি, হযরত ঈসা মসীহ (আ:)-কে খৃষ্টান সম্প্রদায় পূজো-অর্চনা করে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা যদি এই আয়াতে করীমাকে সার্বিক (আম) অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে ঈসা নবী (আ:)-ও দোযখের ইন্ধন বলে সাব্যস্ত হন (নাউযু বিল্লাহ)। অতএব, (এ ধরনের অপব্যাখ্যা এড়াতে) আমাদেরকে মহানবী (দ:)-এর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে। তিনি যে বেদআত বা নব্য প্রথা নিষেধ করেছেন, তা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক, যার দলিল পাওয়া যায়

বোখারী শরীফের ৩য় খণ্ডে, ৪৯ অধ্যায়ে, ৮৬১ নং হাদীসে (ওহাবী মোহসিন খান কৃত 'সহীহ বোখারী'):

হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান, "আমাদের ধর্মের মৌলনীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নতুন কোনো বিষয় কেউ পরিবেশন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

গুরুত্বপূর্ণ উসূল (মৌলনীতি)

আমরা রাসূলে করীম (দ:)-এর বহু আহাদীস থেকে জানতে পারি যে তিনি ধর্মের মধ্যে নতুন বিষয়সমূহের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন - কতিপয় সাহাবী (রা:) সাপের কামড়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন (দেখুন সহীহ বোখারী, ৩য় খণ্ড, ৩৬ অধ্যায়, ৪৭৬ নং হাদীস)। এ ব্যাপারে হুযূর পূর নূর (দ:) থেকে তাঁদের কাছে কোনো আগাম জ্ঞান/বার্তা ছিল না। কিন্তু তাঁর দরবারে এলে তিনি এ আমলটি সম্পর্কে জানার পর এর অনুমোদন দেন। কেউ কেউ আপত্তি তোলেন যে এটি মহানবী (দ:)-এর উপস্থিতিতে অনুমোদিত হওয়ায় অনুসরণীয়; কেননা তিনি যার অনুমতি দেন বা যা কিছু নিষেধ করেন সবই আমাদের মানতে হবে। এর জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ (দ:) তাঁর কথায় কখনোই স্ববিরোধী হতে পারেন না। তিনি যদি 'মোতলাকান' বা সামগ্রিক অর্থে সকল বেদআতকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে নীতি-নির্ধারণ করে থাকেন, তাহলে তাঁর দ্বারা কিছু কিছু নতুন পরিবেশনা জায়েয হওয়ার অবকাশই আর নেই। সুতরাং সকল বিষয়-ই শরীয়তের নীতিমালার আলোকে যাচাই-বাছাই করা জরুরি।

এই আপত্তির আরেকটি জবাব হলো খলীফা হযরত উমর (রা:) কর্তৃক একজন কারীর (ইমামের) পেছনে সকল সাহাবা (রা:)-এর তারাবীহর নামায পড়াকে 'কী আশীর্বদধন্য নতুন পরিবেশনা!' (নে'মাল বেদআতু হাযিহী) বলে অনুমোদন দান [সহীহ বোখারীর কিতাবুত্ তারাবীহ দ্রষ্টব্য]। নস তথা শরীয়তের দলিলে এটি প্রতীয়মান করে যে সকল বেদআত মন্দ নয়। কেউ কেউ এতেও আপত্তি করেন যে হযরত উমর (রা:) নাকি 'শরয়ী' নয়, বরং 'লুগউইয়ী' (আভিধানিক অর্থে) বেদআতকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তাদেরকে আমরা ওই রওয়ায়াত (বর্ণনা) থেকে প্রমাণ পেশ করার আহ্বান জানাই এই মর্মে যে, খলীফা উমর (রা:) ওতে শরীয়তী ও আভিধানিক পার্থক্যের ইঙ্গিত করেছিলেন কিনা? [অর্থাৎ, তিনি কথাটি আভিধানিক অর্থে বলেছিলেন, শরয়ী মানে' তাতে নিহিত ছিল না - এই মর্মে দলিল আমরা দেখতে চাই]

সর্বোপরি, খলীফা উসমান ইবনে আফফান (রা:) জুমু'আর নামাযের দ্বিতীয় আযানটি প্রবর্তন করেন। 'সালাফী'রা এর জবাবে আমাদেরকে বলে, 'তাঁরা খুলাফায়ে রাশেদীন, হাদীসের আদেশ মোতাবেক আমরা তাঁদেরকে অনুসরণ করতে বাধ্য।' এর জবাবও সেই আগেরটি আর তা হলো, সকল বেদআত যদি পথভ্রষ্টতা হতো, তবে আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরীবৃন্দ স্ববিরোধী হতেন না; বেদআত শব্দটি মন্দ হলে খলীফা উমর (রা:) 'নে'মাল বেদআত' বলতেন না, বরং বলতেন 'নে'মাস্ সুন্নাত'।

আপত্তি: ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ মহানবী (দ:)-এর মীলাদ-দিবস বলে নিশ্চিত নয়, বরং ওই দিন তাঁর বেসাল শরীফ (পরলোকে আল্লাহর সাথে মিলনপ্রাপ্তি)। অতএব, শোকের দিনে খুশি উদযাপন ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

জবাব: প্রথমতঃ যাঁরা মওলিদের পক্ষে রায় দেন, তাঁরা সর্বদা বিশ্বাস করেন যে মীলাদ কোনো নির্দিষ্ট দিনে সীমাবদ্ধ নয়; আপনারা যে কোনো দিন মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের উদ্দেশ্যে মাহফিল করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ সবচেয়ে প্রাথমিক যুগে রচিত মহানবী (দ:)-এর জীবনীগুলো, যেমন - সীরাতে এসহাক, ইবনে হিশাম, তাবাকাত বিন সা'আদ ইত্যাদি নিশ্চিত করে যে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ-ই রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর মীলাদ-দিবস। ইবনে কাসীর-ও তাঁর প্রণীত 'সীরাত আর রাসূল' গ্রন্থে ঐকমত্য পোষণ করে বলেন যে এটি উলেমাদের মূলধারার অভিমত; অন্যদের মত এ ক্ষেত্রে দুর্বল।

সর্বশেষ

আপত্তি: উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে মদ্যপান, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সঙ্গীত ইত্যাদির মতো সকল বদ কাজের উৎস হলো মওলিদ/মীলাদ।

জবাব: এ ধরনের মূর্খতাসূচক বক্তব্য ছুঁড়ে মারা হয় (মীলাদ পক্ষীয়) মুসলমান সর্বসাধারণের দিকে যখনই মীলাদ-বিরোধীদের আর কোনো কিছু জবাবে বলার থাকে না। এর জবাবও এভাবে দেয়া যায়, কেউ মসজিদে কোনো মন্দ কাজ করলে তার মানে এই নয় যে আমরা মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেবো। দ্বিতীয়তঃ আমরা 'সালাফী'দের জিজ্ঞেস করবো, ওই মন্দ কাজগুলো কি হালাল হয়ে যাবে যদি সেগুলো মীলাদে না করা হয়? অতএব, মীলাদ মূলতঃ জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত) এবং 'সালাফী'রা মূল দাবিকে অসার প্রমাণ করতে কাল্পনিক যুক্তি দাঁড় করিয়ে থাকে যাতে তা ভ্রান্ত প্রমাণ করা যায়।

আপত্তি: ইবনে কাসীর নিজ 'আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া' পুস্তকে মীলাদকে মহা নব্য প্রথা বলেছেন। মালিক মোযাফফর শাহ-ও অনুরূপ বেদআতী, ফাসেক শাসক ছিলেন।

জবাব: ইবনে কাসীরের বইয়ের প্রতি এটি একটি মিথ্যে অপবাদ ছাড়া কিছু নয়, যা ওপরে প্রমাণ করা হয়েছে।

১২ই রবিউল আউয়াল: মীলাদুন্নবী (দ:)-এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তারিখ

কেউ কেউ দাবি করেন যে মীলাদুন্নবী (দ:)-এর প্রকৃত তারিখ জ্ঞাত নয়, আর তাই ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে ঈদে মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের কোনো অবকাশ-ই নাকি নেই।

বারো রবিউল আউয়াল তারিখ মীলাদ-দিবস হিসেবে কেবল প্রাথমিক যুগের বুযূর্গানে দ্বীনের কাছেই গৃহীত নয়, এটি সমগ্র ইসলামী বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকারগুলো কর্তৃক স্বীকৃত (মীলাদুন্নবীর) দিনও। এই দিনটি প্রায় ২ ডজন দেশে রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসেবে পালিত হয়; ইরান ছাড়া অন্যান্য **সকল** রাষ্ট্র ১২ রবিউল আউয়াল শরীফকেই মীলাদুন্নবী (দ:) মানে। ইরান ১৭ তারিখে তা পালন করে, কেননা ওই তারিখ ইমাম জা'ফর সাদেক (রহ:)-এর জন্মদিনের সাথে মিলে যায়।

মীলাদুন্নবী (দ:)-এর সঠিক তারিখের ব্যাপারে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের অভিমত

১. ইমাম ইবনে এসহাক (৮৫-১৫১ হিজরী): **১২ই রবিউল আউয়াল, 'আম-উল-ফীল'** (হস্তীর বছর)। [ইবনে জওযী কৃত 'আল-ওয়াফা', ৮৭ পৃষ্ঠা]

২. আল্লামা ইবনে হেশাম (২১৩ হিজরী): **সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল**, হস্তীর বছর। [ইবনে হেশাম প্রনীত 'আস্ সীরাতুন্ নববীয়্যা', ১ম খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা]

৩. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরী): **সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল**, হস্তীর বছর। [তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা]

৪. আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন মোহাম্মদ আল-মাওয়ার্দী (৩৭০-৪৮০ হিজরী): 'আসহাবে ফীল' ঘটনার ৫০ দিন ও বাবার ইন্তেকালের পরে সোমবার, **১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ**। [এ'লামুন্ নবুওয়া, ১৯২ পৃষ্ঠা]

৫. ইমাম হাফেয আবুল ফাতাহ আল-আন্দালুসী (৬৭১-৭৩৪ হিজরী): সোমবার, **১২ই রবিউল আউয়াল**, হস্তীর বছর। [আইয়ুন আল-আসর, ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা]

৬. আল্লামা ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮ হিজরী): **১২ই রবিউল আউয়াল, হস্তীর** বছর; সম্রাট কাসরা নোশায়রওয়ান শাহের ৪০তম বছর। [ইবনে খালদুন কৃত 'আত্ তারিখ', ২য় খণ্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা]

৭. মোহাম্মদ সাদিক ইবরাহীম আরজূন: বিভিন্ন 'তুরাক' (পরম্পরা)-এ সুপ্রতিষ্ঠিত যে মীলাদুন্নবী (দ:) সোমবার, **১২ই রবিউল আউয়াল**, হস্তীর বছরে, কাসরা নোশায়ওয়ান শাহের শাসনামলে। [মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা]

৮. শায়খ আবদুল হক্ক মোহাদ্দীসে দেহেলভী (৯৫০-১০৫২ হিজরী): "ভাল করে জেনে রাখো, 'সিয়ার' ও 'তারিখ' বিশেষজ্ঞদের (মানে জীবনীকার ও ইতিহাসবিদদের) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মত প্রকাশ করেন যে মহানবী (দ:) হস্তীর বছরে ধরণীতে আবির্ভূত হন.....এও ভালভাবে জ্ঞাত যে মাসটি ছিল **রবিউল আউয়াল এবং দিনটি ১২ তারিখ**। বিভিন্ন আলেম-উলেমা এই তারিখ সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন।" [মাদারিজুন্ নবুয়্যত, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা]

৯. নবাব মোহাম্মদ সাদেক হাসান ভূপালভী: মীলাদুন্নবী (দ:) মক্কায় ফজরের সময় **১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ, হস্তীর বছরে** হয়েছিল। অধিকাংশ উলেমা এই মত সমর্থন করেন। ইবনে জওযী উলেমাদের ঐকমত্যের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। [আশ্ শোমামাতুল আম্বারিয়া ফী মওলিদে খায়র আল-বারিয়া, ৭ম পৃষ্ঠা]

অতএব, আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে হিজরী প্রথম/দ্বিতীয় শতকের ইতিহাসবিদ ও জ্ঞানী-পণ্ডিতবৃন্দ

এবং এর পাশাপাশি পরবর্তী যুগের জ্ঞান বিশারদগণও ১২ই রবিউল আউয়ালকে মীলাদ-দিবস হিসেবে নিশ্চিত করেছেন। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 'সালাফী' নেতা নবাব সাদেক হাসান ভূপালীও।

ইসলামী বিশ্বে এই দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র ইসলামী বিশ্বে মীলাদুন্নবী (দ:) দিনটি উদযাপিত হয়। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইরান ব্যতিরেকে (ওখানে ১৭ তারিখ পালিত হয়) সবগুলো মুসলমান দেশেই ১২ তারিখে তা পালিত হয়।

এখানে **১৬টি ইসলামী দেশের** তালিকা দেয়া হলো, যেখানে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে সরকারি ছুটি থাকে **(এর প্রকৃত তালিকা আরও বড়)**:

জর্দান

আরব আমীরাত

বাহরাইন

জাযিরাতুল আরব

সুদান

ইরাক

কুয়েত

মরক্কো

ইয়েমেন

তিউনিশিয়া

সিরিয়া

ওমান

লেবানন

লিবিয়া

মিসর

মৌরিতানিয়া

উপসংহার

মীলাদুন্নবী (দ:)-এর সর্বজনগ্রাহ্য দিন ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ, যে সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলেমাবৃন্দ এবং ইতিহাসবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন; আর ইসলামী দেশগুলোও সরকারিভাবে পালনীয় দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এক্ষণে আমরা এমন এক আলেমের উদ্ধৃতি দেবো যাকে 'সালাফী'রা তাফসীর ও তাওয়ারিখ বিষয়ে সেরা আলেম মনে করে। তিনি শুধু ১২ তারিখকে মূলধারার উলেমাদের অভিমত বলেই ক্ষান্ত হন নি, বরং এর স্বপক্ষে হাদীসও পেশ করেছেন:

ইবনে আবি শায়বা (রহ:) তাঁর 'মোসান্নাফ' গ্রন্থে আফফান থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি জাবের (রা:) থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ (দ:) হস্তীর বছরে ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার, ধরাধামে শুভাগমন করেন।** [ইবনে কাসীর কৃত 'সীরাতুন্ নবী', ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা]

অতঃপর ইবনে কাসীর বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ উলেমাদের মধ্যে এটি-ই সুপ্রসিদ্ধ মত।" [প্রাগুক্ত]

ইমাম কসতলানী (রহ:) বলেন: মহানবী (দ:) ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে ধরণীতে আবির্ভূত হন এবং মক্কাবাসী মুসলমানগণ তা পালন করেন; ওই একই দিন তাঁরা (তাঁর) বেলাদত-স্থান যেয়ারত করেন....**এটি জ্ঞাত যে মহানবী (দ:)-এর মীলাদ-দিবস ১২ই রবিউল আউয়াল, দিনটি ছিল সোমবার।** ইবনে এসহাক (রহ:) এবং অন্যান্যরাও এ কথা বর্ণনা করেছেন। [আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা]

- সমাপ্ত -

Main Menu

- Home
- Istawa (Establishment) and Nazul (Descent) of Allah
- Tafsir of Ayat al Kursi
- Virtues of Dhikr
- Did Prophet (Peace be upon him) See Allah?
- Building Structure over Graves & Recitation of Quran there
- Rights of Non-Muslims in Islam

Ahadith

- Sahih Bukhari

Prophet (صلى الله عليه وسلم)

- Finality of Prophethood
- Necessity of Loving the Prophet (صلى الله عليه وسلم)

Like Share 618 Share

Milad-un-Nabi (صلى الله عليه وآله وسلم)

The legal and religious status of celebrating the birth of Holy Prophet (Peace & Blessings be upon him) in light of the Qur'an and Sunnah:

And Indeed everyone rejoices except for Shaytan and his counterparts, because:

أن إبليس رن أربع رنات حين لعن وحين أهبط وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة

Translation: Iblis cried loudly four times, first when Allah declared him as cursed, second when he was thrown out, **Third When Prophet (salallaho alaihi wasalam) was born** and fourth when Surah al-Fatiha was revealed [Ibn Kathir in Al Bidayah wan-Nihayah, Volume No. 2, Page No. 166]

Note: The above is a small introduction, the Qati'i (absolute) and clear proofs start from below which is a must read In shaa'Allah.

Muslims rejoice on birth of Prophet (Peace & Blessings be upon him) because Allah has told us to rejoice on His ***"Bounties and Mercies"*** This following text shall be based on

a) Qur'an and it's sciences

b) Hadith literature

c) Sayings of eminent scholars and fuqaha

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

d) Counter refutation of claims made against Mawlid.

a) Understanding through Al-Qur'an wal Furqan and It's sciences

Proof No.1

Qur'an states:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Translation: Say: "In the bounty of God. **And in His Mercy, in that** ***"LET THEM REJOICE"*** : that is better than the (wealth) they hoard (Surah Yunus, 10:58)

Some might think in their wildest of imaginations that birth and arrival of Prophet (salallaho alaihi wasalam) is not a mercy, some even falsely limit the Mercies of Allah by saying that mercy mentioned here does not refer to Prophet Muhammad (salallaho alaihi wasalam) thus we should not rejoice, so in reply to such people the best answer is found in Tafsir of Qur'an through Qur'an itself.

Qur'an states at another place:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Translation: We have not sent you but as a **"Mercy to the worlds" (Surah al-Anbiya, 21:107)**

Hence without any shadow of doubt arrival of Prophet (Peace & Blessings be upon him) is a mercy not only upon us but all worlds and creations of Allah azza Wajjal, thus we should rejoice as ordered in Qur'an (10:58)

Imam Ibn al-Jawzi (rah) explains 10:58 in his Tafsir:

أن فضل الله: العلم، ورحمته: محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الضحاك عن ابن عباس.

al-Hussain (R.A)
- Using Alaih Salam with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

Translation: ad-Dhahak narrated from Ibn Abbas (ra) that Bounty mentioned in this verse means Knowledge (i.e of Qur'an and Tawhid) **whereas Mercy means Muhammad (Salallaho alaihi wasalam)** [Ibn Jawzi Z'ad al Maseer fi Ilm at Tafsir, (4/40)]

Imam Abu Hayyan al Andalusi (Rahimuhullah) also says:

الفضل العلم والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم

Translation: Bounty refers to Knowledge whereas **Mercy refers to Muhammad (salallaho alaihi wasalam)** [Tafsir Al-Bahr al Muheet, (5/171)]

Imam Jalal uddin Suyuti (Rahimuhullah) says

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: فضل الله العلم، ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى
{ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين }
[الأنبياء: 107].

Abu Sheikh (rah) narrated from Ibn Abbas (RA) That Bounty of Allah means Knowledge, whereas **Mercy means Muhammad (Salallaho alaihi wasalam)** Allah Ta'ala said: We have sent thee not but as **Mercy to Worlds** (Al Anbiya: 107) [As-Suyuti in Dur al Manthur (4/330)]

Allama Aloosi (rah) explains that even Fadhl (i.e. bounty) refers to **Prophet Muhammad (salallaho alaihi wassalam)**

وأخرج الخطيب وابن عساكر عنه تفسير الفضل بالنبي عليه الصلاة والسلام

Narrated by Al Khatib (rah) and Ibn Asakir (rah) that **Bounty refers to An-Nabi (Alaih Salatu Wassalam)** [Al-Alusi in Ruh al Ma'ani (11/141)]

Proof No. 2 Qur'an states

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

That is the bounty of Allah; which He giveth unto whom He will. **Allah is of Infinite Bounty (وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)**

(62:4)

Hadrat Abdullah Ibn Abbas (Radhi Allah) explains "Allah is of infinite bounty" as:

(Allah is of infinite bounty) by bestowing Islam and prophethood upon Muhammad (pbuh); and it is also said this means: by bestowing Islam upon the

- The Witr Prayer

believers; and it is also said this means: **by sending the Messenger and Scripture to His created beings.** [Tanwir al Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas]

Proof No. 3 Qur'an states regarding Yahya (a.s):

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

Translation: So Peace on him the day he was born, the day that he dies, and the day that he will be raised up to life (again)! [Surah al-Maryum, (19:15)]

So the days when Anbiya are born are days of "Tranquility" in sight of Allah.

Proof No. 4 Qur'an states:

We sent Moses with Our signs (and the command). "Bring out thy people from the depths of darkness into light, and **teach them to remember the *"Days of Allah* (بِأَيَّامِ اللَّهِ)."** Verily in this there are Signs for such as are firmly patient and constant,- grateful and appreciative. (14:5)

What are the Ayyam of Allah? Imam al-Bayhaqi narrates in his Shu'ab al Iman that Prophet (Peace be upon him) said: The Days of Allah are his *"Blessings and Signs"* [Tafsir Ruh ul Ma'ani under 14:5]

Istadlal from Ahadith

Proof No.1

Book 006, Number 2606 (Sahih Muslim)

Abu Qatada Ansari (Allah be pleased with him) reported that **Allah's Massenger (may peace be upon him) was asked about fasting on Monday, whereupon he said: *It is (the day) when I was born*** and revelation was sent down to me.

This Hadith is also reported in by Imam al-Bahayqi in his "Sunnan ul Kubra" (Vol. 4, pg. 300 Hadith no 8182, 8259), in the "Sunan" of Imam Nisai and the

"Musnad" of Imam Ahmad bin Hanbal.

It is clear from this Hadith that the Holy Prophet (Peace be upon him) was very happy about the day of his birth and so fasted out of gratitude. Fasting is a form of worship, so one can celebrate this day by any form of ibada. One can fast or hold gatherings or provide food to the poor, all being acts of worship.

Proof No.2

Volume 7, Book 62, Number 38: (Sahih Bukhari)

Narrated 'Ursa; Thuwaiba was the freed slave girl of Abu Lahb whom he had manumitted, and then she suckled the Prophet. When Abu Lahb died, one of his relatives saw him in a dream in a very bad state and asked him, **"What have you encountered?" Abu Lahb said, "I have not found any rest since I left you, *except that I have been given water to drink* in this (the space between his thumb and other fingers) and that is because of my manumitting Thuwaiba."**

Abu Lahab freed Thuwaiba on joy at birth of Prophet (salallaho alaihi wasalam), even the worst of Kufaar and greatest of enemies is given relaxation in his Adhaab due to freeing Thawaiba by pointing with his finger, so Imagine the situation of a momin who rejoices on Mawlid, detailed explanation of this hadith shall be given in the last section of Verdicts from classical scholars.

Proof No.3

Volume 2, Page No. 147, Hadith No. 1130 (Sahih Muslim, Dar ul Kutab al ILmiyyah)

Ibn Abbas "Allah be pleased with him" reported: The Prophet "Allah's blessing and peace be upon him" came to Madina and saw the Jews fasting on the tenth day of Muharram. They were asked about that. They replied: **"This is the day, on which Allah made Moses and the children of Israel emerge victorious over Pharoah. So, we fast on it "OUT OF GLORIFICATION TO IT".** The Prophet "Allah's blessing and peace be upin him" said: "We have more claim over Moses than you." So, he ordered Muslims to fast on it

If Jews glorify their days to venerate Musa (a.s) then we Muslims have more right to venerate and rejoice on day when Prophet (saw) was born, this is an accepted analogy as Ulama have derived this specific ruling from the hadith, which shall be mentioned in the last section with detail.

Proof No.4

Volume 1, Page No. 241, Hadith No. 448 (Sunnan an Nasai'i)

Hadrat Anas bin Malik (RA) narrates that Prophet (Peace be upon him) while mentioning his journey of Miraaj explains: Jibreel (a.s) asked me to get off from Buraak at Bethlehem and told me to say the prayer there, after which he said: Do you know where you have prayed (O Messenger of Allah)? **You prayed at Bethlehem where Isa (a.s) *"was born".***

Imam al-Bayhaqi (rah) narrated this hadith with a different route too from another Sahabi called "Shaddad bin Aws (RA). After narrating it he said:

هذا إسناد صحيح

Translation: This Sanad is "SAHIH" [al-Bayhaqi in Dalayl un Nubuwah (2/355-356)]

So the **Mawlid** and the places where Prophets (A.S) are born are amongst Sha'ir (sings to be venerated) of Allah.

Proof from righteous Ulama and Fuqaha

1. Imam Ibn Kathir (Rahimuhullah) - The scholar revered most highly by Salafis/Wahabis in Tafsir & History.

He says regarding Shah Malik al-Muzzafar (rah) the brother in law of Salah-ud-din Ayyubi (rah) the great warrior of Islam respected by all. Regarding this great personality the Salafis spread deception by forging words of Ibn Kathir (rah) i.e. he was actually a Fasiq, cruel and Bidati ruler (Naudhobillah) but in reality Imam Ibn Kathir (rah) said this:

أحد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الامجاد له آثار حسنة وقد عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون وكان قدهم بسياقه الماء إليه من ماء بذيرة فمنعه المعظم من ذلك واعتل بأنه قد يمر على مقابر المسلمين بالسفوح وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الاول ويحتفل به احتفالا هائلا وكان مع ذلك شهما شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير فأجازه على ذلك بألف دينار وقد طالت مدته في الملك في زمان الدولة الصلاحية وقد كان محاصر عكا وإلى هذه السنة محمودالسيرة والسريرة قال السبط حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف راس مشوى وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى

Translation: He was a generous, mighty master, and glorious ruler, whose works were very good.He built Jamiya al Muzaffari near Qasiyun...**During Rabi ul Awwal he used to celebrate Mawlid ash Shareef (يعمل المولد الشريف في ربيع الاول) with great celebration, Moreover, he was benevolent, brave, wise, a scholar, and just person – Rahimuhullah wa Ikraam** – Sheikh Abul Khattab

(rah) wrote a book on Mawlid an Nabwi for him and named it At-Tanwir fi Mawlid al Bashir al Nazeer, for which he gave him 1000 dinars. His rule stayed till the Rule of Salahiya and he captured Aka and he remained a man worthy of respect.

Al-Sabt mentions that a person attending the gathering of Mawlid held by Muzzafar said: He used to fill the table with 5000 well cooked goats, 10,000 chickens, 100-thousand bowls (of milk) and 30,000 trays of sweets. [Tarikh Ibn Kathir, Al Bidayah Wan Nihaya Volume 13, Page No. 174]

Click Here for Scanned Page (17)

2. Imam Shahab-ud-din Abul Abbas al-Qastallani (Rahimuhullah) the author of great Seerah book called Al-Muwahib al-Laduniya, he said:

When it is said that Prophet (salallaho alaihi wasalam) was born at night time then the question arises which of the two nights is greater i.e. Night of Decree or Night of Prophet (salallaho alaihi wasalam)'s birth?

The Night of Prophet (Peace be upon him)'s birth is superior due to 3 reasons

First: He (salallaho alaihi wasalam) arrived (in this world) on the Night of Mawlid whereas Night of decree was granted to him (afterwards), therefore the arrival of Prophet (Peace be upon him) is greater than what has been granted to him, hence night of Mawlid is higher in virtue.

Second: If Night of decree is vitreous night because Angels descend in it, then Night of Mawlid has the virtue of Prophet (salallaho alaihi wasalam) being sent to world. The Prophet (saw) is superior to Angels, therefore night of Mawlid becomes superior.

Third: Due to night of decree, the Ummah of Muhammad (salallaho alaihi wasalam) was given imminence, whereas due to Night of Mawlid all creations were given Fazilah, as Prophet (salallaho alaihi wasalam) is sent as Mercy to worlds/creations (Quran 21:107), hence the blessing was made general for all creations.

Reference: Imam Qastallani - Rahimuhuillah in Al Muwahib al Laduniya Volume 1, Page No. 145, Also Imam Zarqani - Rahimuhullah in his Sharah of Al-Muwahib, Volume 1, Page Nos 255-256

Imam Qastallani (Rahimuhullah) also said: **May Allah have mercy on the one who turns the nights of the month of the Prophet's birth into celebration in order to decrease the suffering of those whose hearts are filled with disease and sickness."**[Al-Muwahib- Volume 1, Page No 148]

3. Imam Jalal ud din Suyuti (Rahimuhullah) the Mujaddad (reviiver) of 9th century writes:

أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف

Translation: The reality of Mawlid is that people gather to recite Quran to the extent that is easy, also to discuss narrations which are regarding Prophet (salallaho alaihi wasalam), the signs which took place on his birth. Then dinning is arranged for them and they return without adding anything more to this "Bidat al Hasanah". **The one who arranges it gets Thawab due to honoring Prophet (salallaho alaihi wasalam) and showing gratitude on his birth** [As-Suyuti - Rahimuhullah in Al Hawi lil Fatawi, Volume 1, Page No. 292, Published by Maktaba al Asriya, Beirut, Lebanon]

Click Here for Scanned Page (24)

►[Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid Page No. 41]

Imam Jalal ud din Suyuti (Rahimuhullah) answers why celebrating on birth supercedes the sorrow of Prophet (saw) passing away on same date.

أن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم علينا ووفاته أعظم المصائب لنا والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسلوان والكتم عند المصائب وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود و لم يأمر عند الموت بذبح ولا غيره بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم دون إظهار الحزن فيه بوفاته

Translation: **The birth of Prophet (salallaho alaihi wasalam) is a great blessing for us and his death is very saddening for us too, however Shariah has ordered us to rejoice and thank Allah on blessings, whereas on calamity it has taught us to have patience while hiding it,** this is why Shariah has told us to do Aqiqa on birth which is a form of being happy and thankful to Allah for giving us birth, but on death there is no concept of sacrificing an animal and even lamenting is forbidden. Hence in light of rulings prescribed by shariah one should rejoice in Rabi ul Awwal on birth of our beloved Prophet (salallaho alaihi wasalam) [Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid Page No. 54-55] **Click Here for Scanned Page (61)**

►[As-Suyuti - Rahimuhullah in Al Hawi lil Fatawi, Volume 1, Page No. 298, Published by Maktaba al Asriya, Beirut, Lebanon]

Note: The day of Prophet (Peace be upon him)'s demise is not 12th Rabi ul Awwal as wrongly perceived by some people due to books like "Sealed Nector" The authentic day of his demise is proven to be 2nd Rabi ul Awwal from Sahih narrations.

4. Sheikh ul Islam and hadith Master of his age, Ibn Hajr Asqalani

The Sheikh ul Islam and hadith Master of his age, Ibn Hajr Asqalani was asked about the practice of commemorating the birth of the Prophet, and gave the following written reply: As for the origin of the practice of commemorating the Prophet's birth, it is an innovation that has not been conveyed to us from any of the pious early muslims of the first three centuries, despite which it has included both features that are praisweorthy and features that are not. If one takes care to include in such a commemoration only things that are praiseworthy and avoids those that are otherwise, it is a praise worthy innovation, while if ones does not, it is not. An authentic primary textual basis from which its legal validity is inferable has occured to me, namely the rigorously authenticated (sahih) hadith in the collections of Bukhari and Muslim that the Prophet came to Medina and found the Jews fasting on the tenth of Muharram `Ashura ' [Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid Page No. 63] [Continued in Next Page No 64]

Click Here for Scanned Page (57)

So he asked them about it and they replied: "It is the day on which Allah drowned Pharaoh and rescued Moses, so we fast in it to thanks to Allah Most high," which indicates the validity of giving thanks to Allah for the blessings He has bestowed on a particular day in providing a benefit, or averting an affliction, repeating one's thanks on the anniversary of that day every year, giving thanks to Allah taking * any various forms of worship such as prostration, fasting, giving charity or reciting the Koran. Then what blessing is greather than the Birth of the Prophet, the Prophet of Mercy, on this day? in light of which, one should take care to commemorate it on the day itself in order to confrom to the above story of moses and the tenth of Muharram, [but] those who do not view the matter thus do not mind commemorating it on any day of the month, while some have expanded its time to any of day the year, whatever exception bay e taken at such a view. [Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid Page No. 64]

Click Here for Scanned Page (58)

I have derived the permissibility of Mawlid from another source of the Sunna [besides Ibn Hajar's deduction from the hadith of `Ashura'], namely :The hadith found in Bayhaqi, narrated by Anas, that "The Prophet slaughtered a `aqiqa [sacrifice for newborns] for himself after he received the prophecy," although it has been mentioned that his grandfather `Abd al-Muttalib did that on the seventh day after he was born, and the `aqiqa cannot be repeated. Thus the reason for the Prophet's action is to give thanks to Allah for sending him as a

mercy to the worlds, and to give honor to his Umma, in the same way that he used to pray on himself. It is recommended for us, therefore, that we also show thanks for his birth by meeting with our brothers, by feeding people, and other such good works and rejoicing." This hadith confirms the aforementioned hadith of the Prophet's emphasis of Monday as the day of his birthday and that of his prophethood. [Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid Page No. 64-65]

Click Here for Scanned Page (59)

5. Imam Shams-ud-din Dimishqi (Rahimuhullah) writes:

قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد:

إذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبت يداه في الجحيم مخلدا
أتى أنه في يوم الاثنين دائما * يخفف عنه للسرور بأحمدا
فما الظن بالعبد الذي طول عمره * بأحمد مسرورا ومات موحدا

Translation: **It is proven that Abu Lahab's punishment of fire is reduced on every Monday because he rejoiced on brith of Prophet (salallaho alaihi wasalam) and freed the slave-woman Thawba (RA)** When Abu Lahab, whose eternal abode is hell fire and regarding whom whole surah of Tabat Yada (i.e. Surah Lahab) was revealed, he gets Takhfif in his Adhaab every Monday then Imagine the situation of a (momin) who has spent his life in rejoicing over birth of Prophet (saw) and died as a Mawhid [Mawrid as Sadi Fi Mawlid al Hadi by Imam al-Dimishqi and Imam Suyuti in Hassan al Maqsad fi Amal al Mawlid, Page No. 66]

Click Here for Scanned Page (50)

6. Imam Ibn Jawzi (Rahimuhullah) the most strict scholar in al-Jarh wa't Tadeel, even he wrote a complete book on Mawlid where he said:

In Haramayn (i.e. Makkah and Madina), in Egypt, Yemen rather all people of Arab world have been celebrating Mawlid for long. Upon sight of the moon in Rabi ul Awwal their happiness touches the limits and hence they make specific gatherings for Dhikr of Mawlid due to which they earn immense Ajr and Success. [Biyan al Milaad an Nabwi, Page No. 58]

7. Shah Wali Ullah Muhadith Dhelvi (Rahimuhullah) the great Imam of al-Hind mentions one of his all time wonderful experiences as:

I took part in a gathering of Mawlid inside Makkah where people were sending

Darood and Slaam upon Prophet (Peace be upon him) and mentioning the incidents which took place during the time of your birth (before and after) and those which were witnessed before you were appointed as a Nabi (such as Nur eliminating from Bibi Amina RA, she seeing Nur, woman proposing to Abdullah RA on sight of Nur on his forhead etc...) suddeny I saw Nur to have enveloped one group of people, I don't claim that I saw this with my bodlily eyes, nor do I claim that it was spiritual and Allah knows the best regarding these two, however upon concentration on these Anwaar a reality opened upon me that these Anwaar are of those ***Angels who take part in such gatherings***, I also saw Mercy to be decending along with Anwaar of Angels [Fuyoodh al Haramayn, Pages 80-81]

8. Shah Abdul Aziz Muhadith Dhelvi (Rahimuhullah) the author of leading book written on refutation of Rafidhis (i.e. Tohfa Athna Ashriyah) he said:

The Barakah of Rabi ul Awwal is due to birth of Prophet (salallaho alaihi wasalam) in this month, the more this Ummah sends Darud and Salaam and arrange for (sadaqa for the poor), more will they be blessed [Fatawa al Azizi 1:123]

9. Mullah Ali Qari (Rahimuhullah) the author of Sharh al Mishqaat and magnificent Hanafi scholar, he said:

Allah said: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves (9:128), In this It is pointed towards honoring the time when Prophet (saw) arrived amongst us, therefore one should do dhikr (of Quran) to thank Allah. As for Samah and playing is concerned then that which is Mubah (i.e. allowed) could be made part of Mawliddue to happiness without any harm [Muallah Ali Qari in his Al Mawlid an Nabi, Page No. 17]

10. The great Mufasir and Sufi, Hadrat Ismail Hiqqi (Rahimuhullah) said:

To celebrate Mawlid is amongst the great tributes to Prophet (salallaho alaihi wasalam), but the condition is that it should be clear of evil things. Imam Suyuti (rah) has said: It is Mustahab for us to be happy on birth of Prophet (salallaho alaihi wasalam) [Tafsir Ruh ul Bayan, Volume 9, Page No. 52]

11.The Poet of the East, Allama Muhammad Iqbal (Rahimuhullah) said:

Milad un Nabi (salallaho alaihi wasalam) is amongst the sacred days for Muslims. According to my understanding it is very crucial for nourishment and treatment of human minds and hearts, Hence it is necessary for Muslims to keep in their sight the Aswa ur Rasul (salallaho alaihi wasalam). In the following three ways they can keep their emotions intact.

1. The first way is of sending Darood and Salaam which is part and parcel of Muslim's life, they try to find every possible time to send Darood. I have come to know about Arab world that if 2 people get into a fight in market then the third says loudly: Allah humma Sali Ala Sayyidna wa Barik Wassalim, hearing this the fight stops immediately, this is the power which Darood holds therefore it is necessary to embed the thought in heart of the person on whom Darood is sent (i.e. Prophet Salallaho alaihi wasalam)

2. The second way deals with Gatherings i.e. Muslims should gather in great number and one person out of them (i.e. leader) who is fully versed regarding the Life and works of Pride to the worlds (i.e. Prophet Salallaho alaihi wasalam) should mention them in detail so that the devotion to follow the way of Prophet (saw) awakens in hearts of Muslims, for this purpose we have also gathered today.

3. The third way is although difficult but still it to be mentioned is very important. It is that Prophet (salallaho alaihi wasalam) is remembered in such a way that our hearts (and ways) become Mazhar (signs) of different aspects of Nabuwah i.e. the feeling which was there about 1300 years ago due to literal presence of Prophet (salallaho alaihi wasalam), the same feeling arises in our hearts too. [Asaar e Iqbal, Pages. 306-307]

11. Maulana Abdul Hai Luckhnawi (Rahimuhullah) said:

When a kafir of Abu Lahab's calibre gets rewarded upon rejoicing on birth of Prophet (saw), then an Ummati who gets happy on his birth and spends due to his love for him would of course be established on high standards, just like it has been mentioned by Ibn Jawzi (rahimuhullah) and Sheikh Muhadith Haq Dhelvi (Rahimuhullah) [Abdul Hai in Majmua al Fatawa, Volume 2, Page No. 282]

Khalil Ahmed Sahranpuri in Al-Muhannad broke all barriers when he said:: What are we, not even a single Muslim can consider Dhikr of birth of Prophet (saw), rather dhikr of his shoes, RATHER DHIKR OF URINE OF HIS DONKEY TO BE BIDAH OR HARAM [Al Muhannad, Page No. 60, Question No. 21]

12.The famous scholar of Ghair Muqalideen, Nawab Saddiq Hassan Khan Bhopali said:

What is wrong in it if we cannot do dhikr of Prophet (salallaho alaihi wasalam)'s Seerah, his Hidaya, his Birth and his death evreyday, then we should do it every month and in days of Rabi Ul Awwal and they should not be left empty.

He writes further: A Person who does not get happy upon incidents of Mawlid and does not thank Allah for such a great blessing then "SUCH A PERSON IS NOT MUSLIM" [Ash Shamama tul Anbarah min Mawlid al Khayr ul Barah, Page No. 12]

Note: No wonder our Salafis have not even spared their own people in Takfir, the above fatwa is an open takfir upon all Salafis who make sad faces on Mawlid and try to refute it (Note: Its has been mentioned in the beginning that Shaytan cried loudly on birth of Prophet saw)

13. Sheikh ul Islam Imam Ibn Hajr al Haytami (Rahimuhullah) writes:

The gatherings of Mawlid and Adhkaar which take place during our time, they are mostly confined to good deeds, for example in them Sadaqat are given, Dhikr is done, Darud and Salam is sent upon the Prophet (salallaho alaihi wasalam) and he is praised. [Imam al Haythami (rah) in Fatawa al Hadithiyyah, Page No. 202]

Counter refutation of Salafis (by brother Aamir Ibrahim, if anyone finds any refutation of this counter refutation then contact brother Aamir directly on the telephone numbers provided on home page of this website)

Q) Mawlid was not practiced or arranged by any of the Sahaba, nor is there any proof of it being done by Tabiyeen, these are the Islaaf whom we follow and choosing their way is the safest path.

Answer: First of all, it is false to say this because Prophet (Peace be upon him) himself celebrated the day of his birth as proven from Sahih Muslim that Prophet (Peace be upon him) was asked about fasting on monday and he replied "He was born on this day and reveletion was sent on him" [See above the heading called "Istadlal from ahadith, Proof # 1], above all, Allah azza Wajjal Himself takes the "DAYS OF PROPHETIC BIRTHS AS DAYS OF PEACE" [See Qur'an 19:15]

Secondly, the Salafis are asked to bring forward a categorical hadith in which Prophet (Peace be upon him) forbade Mawlid, remember to prove something haram you need a more stronger proof whereas even silence goes in favous of us Sunnis due to this following hadith:

عن أبي الدرداءِ قالَ: قالَ رسولُ الله صلي الله عليهِ وسلّم: «ما أَحلّ الله في كتابهِ فهوَ حَلالٌ، وما حَرّمَ فهوَ حَرامٌ، وما سَكَتَ عنهُ فهوَ عَفْوٌ، فاقْبَلوا مِنَ
الله عافِيَتَهُ، فإنَّ الله لم يَكُنْ ليَنْسَى شَيْئاً، ثمَّ تلا:وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

رواه البزار والطبراني في الكبير، وإِسناده حسن ورجاله موثقون.

Translation: Abu Darda (RA) narrates that the Prophet (salallaho alaihi wasalam) said: Whatever Allaah has permitted in His Book is Halaal, whatever He has forbidden is Haraam, "AND ANYTHING OVER WHICH THERE IS SILENCE IS PARDONED" so accept the pardon of Allaah, for Allaah cannot be forgetful. Then he recited this verse: 'and your Lord is never forgetful' [Maryam 19:64].[Imam Haythami in Majma uz Zawaid 1:171, Hadith No. 794]

Imam Haythami (rah) said: It is narrated by Al-Bazzar and Tabarani in his Kabir with "Hassan chain having reliable narrators"

This hadeeth is also classified as Sahih by Nasir ud-din Albani in his Silsilat as Sahihah (5/325)

Hence according to this hadith the Silence proves Mawlid to be allowed because the Asl for this is found in Qur'an and Sunnah as so many proofs have been shown above.

Thirdly even if assuming Sahaba or Tabiyeen did not do it (although no proof of Nafi exists) then there are many things which were not practiced by Sahaba and Tabiyeen, but later Ulama derived rulings on them looking at the principles, Therefore If anything does not contradict the principles of Shariah then it has always been allowed, for example the knowledge of al-Jarh wa't Ta'deel in hadith, the knowledge of Asma ur Rijaal, putting Araab (punctuation) on Qur'an, Building minarets on mosques, narrating hadiths with chain of narrators etc... The point is that their Asl is found in Shariah, similarly the Asl for rejoicing on

Mawlid is found in Qur'an itself let alone Sunnah where it is definitely found too.

Q) Mawlid is Bidat al Dhalalah (blameworthy innovation), Prophet (Peace be upon him) said in rigorously authentic ahadith that All bidahs are misguidance and all misguidance are in the fire.

Answer: This hadith is not general but rather specific as classical scholar Imam Ibn Hajr al Haythami (rah) explained:

وفي الحديث "كل بدْعة ضلالة وكل ضلالة في النار" وهو محمول على المحرمة لا غي

Translation: That which is narrated in Hadith that All innovations are evil and all evil are in hell fire, This hadith will be applied for Bidat al Muhrima (i.e. category of haram innovations only) not others.[Al Haytami in Fatawa al Hadithiyyah, Volume No.1 Page No. 109, Published by Dar ul Fikr, Beirut, Lebanon]

Secondly, such terminology is used in Shariah many times, for example Quran states: "Verily you and what you worship apart from Allah are the fuel of hell" (Qur'an 21:98)

We all know that Jesus is worshiped by Christians, now if we make this ayah general then Naudhobillah Jesus shall become fuel of hell fire too (Audhobillah Min Dhalik), therefore we have to understand the reality behind words of Prophet (Peace be upon him), the Bidahs which Prophet forbade were all new innovations which contradicted shariah, the dalil for this could be found in Sahih Bukhari

Volume 3, Book 49, Number 861: (Sahih Bukhari - Muhsin Khan Wahabi translation)

Narrated Aisha: Allah's Apostle said, "If somebody innovates something which is not in harmony with the principles of our religion, that thing is rejected."

The Important Usool

We know from many ahadith that Prophet (Peace be upon him) allowed new matters in deen, like few sahaba recited Fatiha on bite of snake (see: Bukhari *Volume 3, Book 36, Number 476)*, they had no knowledge of it from Prophet (Peace be upon him), but on coming to Prophet it was approved, some people still argue that it was allowed in presence of Prophet, so whatever he allows and forbids we have to follow, the answer to this is that Prophet could never contradict in his sayings, If he has laid down a principle that all innovations are evil in mutlaqqan terms then there is no Jawaz of him accepting some himself, hence It is necessary to check everything according to principles of Shariah.

One more answer to this is that Umar (ra) called combining sahaba behind 1 Qari as "Na'imal Bidatu Hadihi (i.e. What an Excellent innovation this is)" refer to Sahih Bukhari in Kitab ut Tarawih... this is proof from Nass that every bidah is not bad, on this some people also argue that Umar (ra) was referring to Lughwi Bidah not Shari'i, they are asked to bring proof from hadith itself that Umar (ra) differentiated bidah between Lughwi and Shari'i?

Above all Uthman bin Affan (ra) started the second Adhaan for Jumma, Salafis reply to this as: They were Khulafa ar rashideen and we are bound to follow them because hadith states so, the answer to this is same i.e. had every bidah been evil then our pious predecessors would not have contradicted themselves, had word Bidah been only bad then Sayyidna Umar (RA) would have used wording "Ni'mal Sunnat" rather than Ni'aml Bidatu"

Q) The day of Prophet (Peace be upon him) 's birth is not confirmed to be 12th of Rabi Ul Awwal, rather his day of death is confirmed to be 12th Rabi Ul Awwal, hence to rejoice on a sad day is a wrong thing.

Ans): First of all those who prove Mawlid always believe that Mawlid is not restricted to 1 date only, you can rejoice on any day, secondly the early most Seerah books like Seerat Ibn Ishaq (rah), Ibn Hisham (rah), Tabaqat Ibn Sa'd (rah) confirm the date of birth to be 12th Rabi ul Awwal, so does Imam Ibn Kathir (rah) in his book Sirat ar Rasul where he calls it mainstream opinion and calls other opinions as weak....

Conclusion

Ques). Mawlid is root cause of filthy things in ummah like drinking, intermixing of women, music etc...

Ans: This type of ignorance is hurled at Muslims when opposite party is left with nothing to say, This is also answered in the article by the way, i.e. If someone does a wrong deed in Masjid then this does not mean we stop going to Masjid completely, secondly we ask Salafis: Would these things become Halal if not done in Milad? Hence Mawlid itself is allowed and salafis only use straw-man argumentation.

Ques) Imam Ibn Kathir (rah) called Mawlid as a grave innovation in Al Bidayah wan Nihaya, Malik Muzzafar ud din was as Bidati, Fasiq ruler?

Ans: It's a lie and forgery of Ibn Kathir's text as proven above.

12 Rabi-ul-Awal: The Most Authentic Date of Milad

Some people claim that the exact date of birth of the Prophet (صلى الله عليه وآله وسلم) is not known and hence there is little room for the celebration of Eid-e-Milad-un-Nabi (صلى الله عليه وآله وسلم) on 12th of Rabi-ul-Awal.

12 Rabi-ul-Awal is not only accepted as Milad Day from the classical and ancient scholars, it is also confirmed by the governments of the whole Islamic world. The holidays of almost 2 dozen Islamic countries, and except Iran ALL other countries celebrate it on 12 Rabi-ul-Awal. Iran celebrates it on 17 Rabi-ul-Awal, but this is because they coincide it with the birth date of Imam Jafar Sadiq (عليه السلام).

Opinion of Renowned Historians about the Authentic Date of Milad

1. Imam Ibn-e-Ishaq (85-151 H): Messenger of Allah (صلى الله عليه وآله وسلم) was born on 12 Rabi-ul-Awal in Aam-ul-Feel. (Ibn-e-Jozi in Al-Wafa, Page 87)

2. Allama Ibn-e-Hasham (213 H): Messenger of Allah (صلى الله عليه وآله وسلم) was born on Monday 12 Rabi-ul-Awal in Aam-ul-Feel. (Ibn-e-Hasham in As-Sirat-un-Nabawiya, Vol. 1, Page 158)

3. Imam Ibn-e-Jareer Tabari (224-310 H): Messenger of Allah (صلى الله عليه وآله وسلم) was born on Monday 12 Rabi-ul-Awal in Aam-ul-Feel. (Tarikh-ul-Umam-wal-Muluk, Vol. 2, Page 125)

4. Allama Abu-ul-Hasan Ali Bin Muhammad Al-Mawardi (370-480 H): Messenger of Allah (صلى الله عليه وآله وسلم) was born 50 days after the event of Ashab-ul-Feel and after the death of His father on Monday 12 Rabi-ul-Awal. (Ailam-un-Nabuwa, Page 192)

5. Imam Al-Hafiz Abu-ul-Fatah Al-Undalasi (671-734 H): Our leader and our Prophet Muhammad (صلى الله عليه وآله وسلم), the Messenger of Allah, was born on Monday 12 Rabi-ul-Awal in Aam-ul-Feel. (Aayun-al-Asr, Vol.1, Page 33)

6. Allama Ibn-e-Khaldun (732-808 H): Messenger of Allah (صلى الله عليه وآله وسلم) was born on 12 Rabi-ul-Awal in Aam-ul-Feel. It was the 40th year of Emperor Kasra Noshairwan. (Ibn-e-Khaldun in At-Tarikh Vol. 2, Page 394)

7. Muhammad As-Sadiq Ibrahim Arjoon: From various turaq (chains) it has been established as true that the Prophet (صلى الله عليه وآله وسلم) was born on Monday 12 Rabi-ul-Awal in Aam-ul-Feel in the reign of Kasara Noshairwan. (Muhammad Rasool Ullah, Vol. 1, Page 102)

8. Sheikh Abdul-Haq Muhadath Dehlvi (950-1052 H):Know it well, that over-whelming majority of the experts of sayar and tarikh (i.e. biographers and

historians) hold the opinion that An-Hazrat (i.e. the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) was born in Aam-ul-Feel ... It is well known that the month was of Rabi-ul-Awal and its date was 12. Various scholars have shown their agreement with this (date). (Madarij-un-Nabuwa, Vol. 2, Page 14)

9. Nawab Muhammad Sadiq Hasan Khan Bohapalvi: The birth (of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) was happened in Mecca at the time of Fajar on Monday 12 Rabi-ul-Awal in Aam-ul-Feel. Majority of scholars holds this opinion. Ibn-e-Jozi has narrated a consensus (of scholars) on it. (Ash-Shumama-tul-Anbariya Fi Mowlid Khair-al-Bariya, Page 7)

You can see that the historians / scholars from the first / second century of Hijri, as well as the scholars of later times, had been authenticating it. The list also includes the well known leader of Salafis, i.e. Nawab Sadiq Hasan Bohapalvi.

This Date is Officially Recognized by Islamic World

Milad-un-Nabi (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) is celebrated throughout the Islamic world, with the exception of a few countries. Interestingly, all the Islamic countries (except Iran, who celebrate on 17th) celebrate it on 12th of Rabi-ul-Awal.

Here is a list of 16 Islamic countries who hold an official holiday on 12th of Rabi-ul-Awal (the actual list is longer than this):

اردن
امارات
بحرین
الجزائر
سوڈان
عراق
کویت
مرا کش
یمن
تونس
شام
عمان
لبنان
لیبیا
مصر
مورطانیہ

Conclusion:

The most authentic date of Milad-un-Nabi (i.e. Prophet (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)'s birth), as agreed upon by the classical and later scholars and historians, and as officially recognized by Islamic countries, is Monday 12 Rabi-ul-Awal.

Now Im going to prove from a scholar whom even Salafi consider the top most scholar in Tafsir and Tarikh and he not only says 12th is the mainstreem opinion but also relies with exact hadith for it

ورواه ابن أبى شيبة في
مصنفه عن عفان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله
صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الاول

Translation: Ibn Abi Shaybah (rah) in his Musannaf narrates from Affan>>Sa'id>>Jabir and Ibn Abbas (ridhwan Allahu ajmain) who said: **Rasul Ullah (salallaho alaihi wasalam) was born in the year of elephant on Monday, the 12th Rabi Ul Awwal** [Ibn Kathir in Seerat un Nabi, Volume 1, Page No. 199]

Then he said:

وهذا هو المشهور عند الجمهور
والله أعلم .

This is what is famous amongst Majority and Allah knows the best [ibid]

Imam Qastallani (rahimuhullah) said: Rasul Ullah (saw) was born on 12th Rabi ul Awwal and People of Makkah follow it,on this same day they visit (your place of birth).. **It is famous that you were born on 12th Rabi ul Awwal, the day was of Monday**, Ibn Ishaq (rah) and others have narrated this too [Al Muwahib al Laduniya, Volume 1, Page No. 88]

Like Share 618 Share

398362

Powered by Joomla!. valid XHTML and CSS.

Main Menu

- Home
- Istawa (Establishment) and Nazul (Descent) of Allah
- Tafsir of Ayat al Kursi
- Virtues of Dhikr
- Did Prophet (Peace be upon him) See Allah?
- Building Structure over Graves & Recitation of Quran there
- Rights of Non-Muslims in Islam

Ahadith

- Sahih Bukhari

Prophet (صلى الله عليه وسلم)

- Finality of Prophethood
- Necessity of Loving the Prophet (صلى الله عليه وسلم)

Like Share 622 Share

Page 17 of 227

17. Imam Ibn Kathir (Rahimuhullah)

Front Cover, of Urdu Translation of Al Bidayah Wan Nihayah, Published by Nafees Academy, Karachi

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

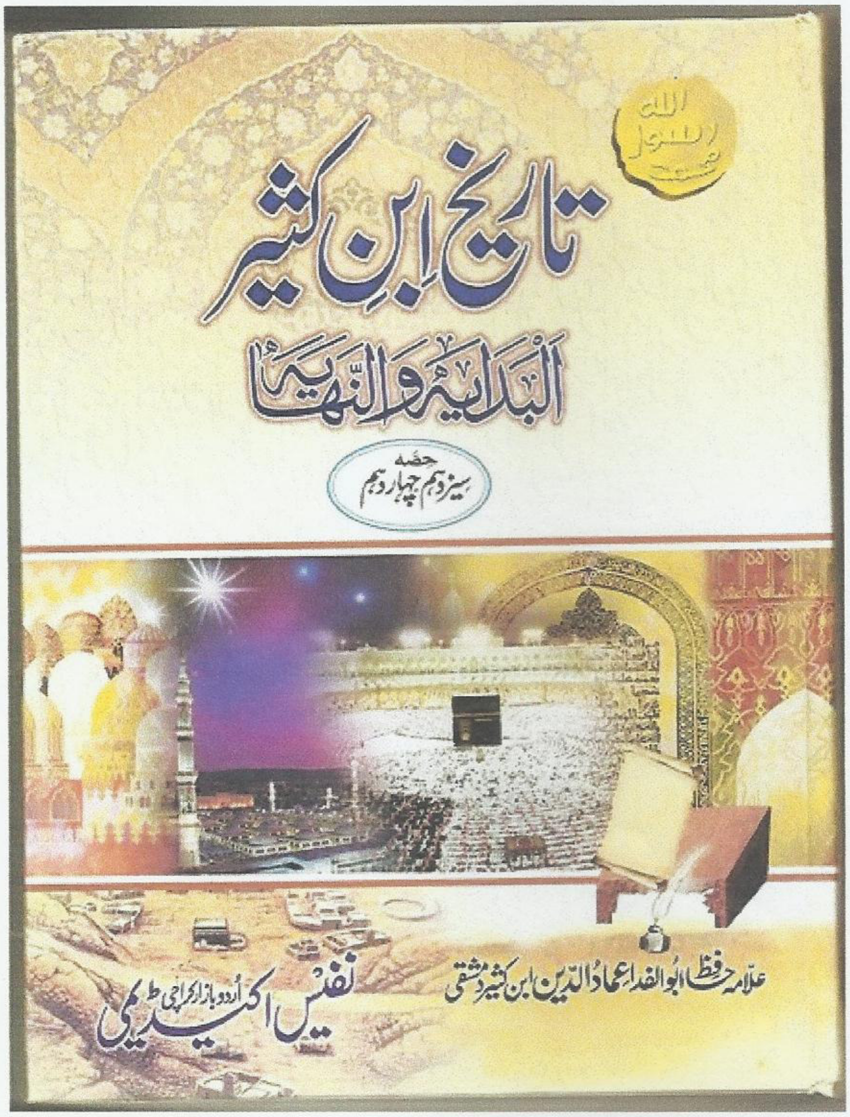

Al Bidayah wan Nihayah, Volume No. 13, Page No. 174

al-Hussain (R.A)

- Using Alaih Salam with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

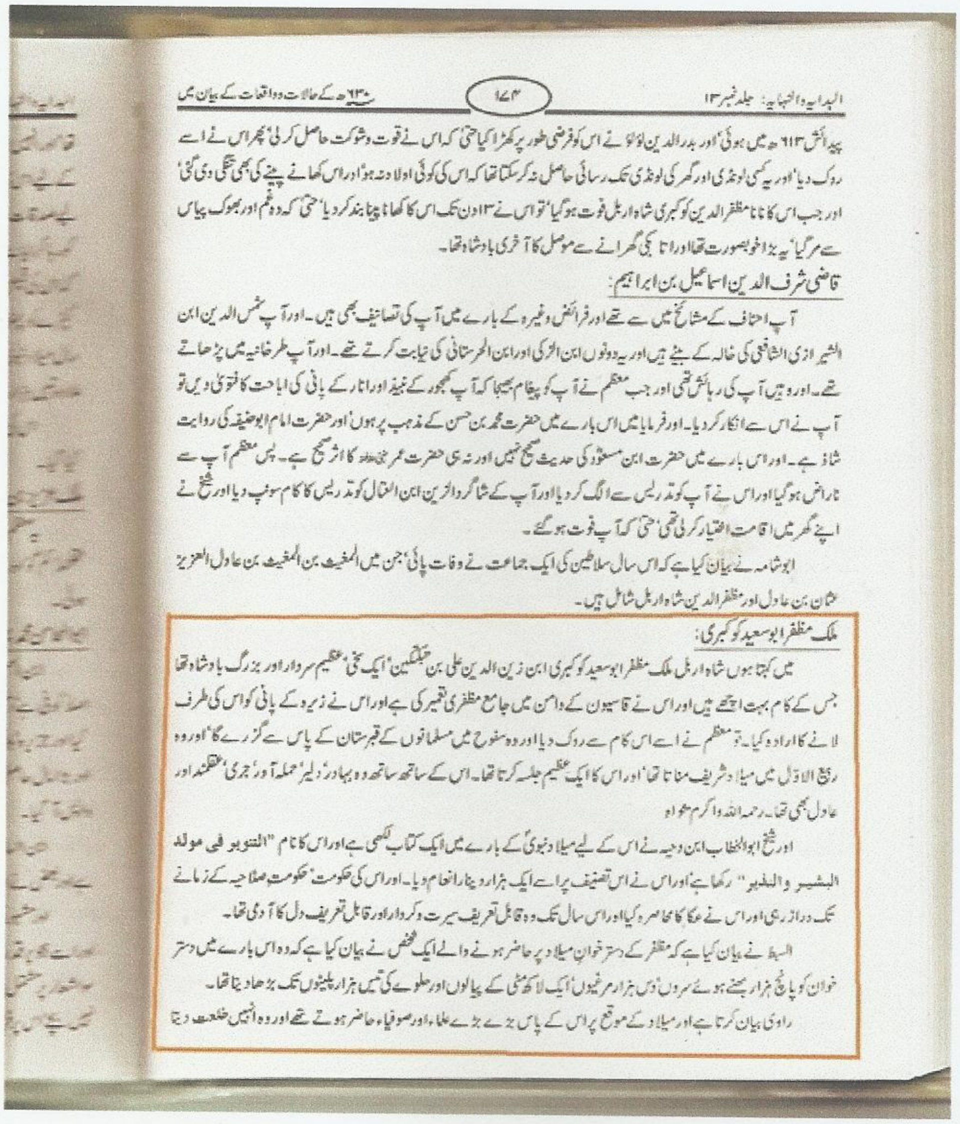

البدایہ والنہایہ: جلد نمبر ۱۳ — ۱۷۴ — ۶۳۰ھ کے حالات وواقعات کے بیان میں

پیدائش ۶۱۳ھ میں ہوئی اور بدرالدین لولو نے اس کو فرضی طور پر کھڑا کیا حتیٰ کہ اس نے قوت وشوکت حاصل کرلی' پھر اس نے اسے روک دیا اور یہ کسی لونڈی اور گھر کی لونڈی تک رسائی حاصل نہ کر سکتا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو' اور اس کھانے پینے کی بھی تنگی دی گئی' اور جب اس کا نانا مظفر الدین کوکبری شاہ اربل فوت ہو گیا' تو اس نے ۱۳ دن تک اس کا کھانا پینا بند کر دیا' حتیٰ کہ وہ غم اور بھوک پیاس سے مر گیا' یہ بڑا خوبصورت تھا اور اتابکی گھرانے سے موصل کا آخری بادشاہ تھا۔

قاضی شرف الدین اسماعیل بن ابراہیم:

آپ احناف کے مشائخ میں سے تھے اور فرائض وغیرہ کے بارے میں آپ کی تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ شمس الدین ابن الشیر ازی الشافعی کی خالہ کے بیٹے ہیں اور یہ دونوں ابن الزکی اور ابن الحرستانی کی نیابت کرتے تھے۔ اور آپ طرخانیہ میں پڑھاتے تھے۔ اور وہیں آپ کی رہائش تھی اور جب معظم نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ کھجور کے نبیذ اور انار کے پانی کی اباحت کا فتویٰ دیں تو آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا میں اس بارے میں حضرت محمد بن حسن کے مذہب پر ہوں' اور حضرت امام ابوحنیفہ کی روایت شاذ ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث صحیح نہیں اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر صحیح ہے۔ پس معظم آپ سے ناراض ہو گیا اور اس نے آپ کو تدریس سے الگ کر دیا اور آپ کے شاگرد والزین ابن النقال کو تدریس کا کام سونپ دیا اور شیخ نے اپنے گھر میں اقامت اختیار کر لی تھی' حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال سلاطین کی ایک جماعت نے وفات پائی' جن میں المغیث بن المغیث بن عادل العزیز عثمان بن عادل اور مظفر الدین شاہ اربل شامل ہیں۔

ملک مظفر ابوسعید کوکبری:

میں کہتا ہوں شاہ اربل ملک مظفر ابوسعید کوکبری ابن زین الدین علی بن تبکتکین' ایک سخی' عظیم سردار اور بزرگ بادشاہ تھا جس کے کام بہت اچھے ہیں اور اس نے قاسیون کے دامن میں جامع مظفری تعمیر کی ہے اور اس نے زیرہ کے پانی کو اس کی طرف لانے کا ارادہ کیا۔ تو معظم نے اسے اس کام سے روک دیا اور وہ سفوح میں مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے گا' اور وہ ربیع الاول میں میلاد شریف مناتا تھا' اور اس کا ایک عظیم جلسہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر' دلیر' حملہ آور' جری' عقلمند اور عادل بھی تھا۔ رحمہ اللہ واکرم مثواہ

اور شیخ ابوالخطاب ابن دحیہ نے اس کے لیے میلاد نبویؐ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام "التنویر فی مولد البشیر والنذیر" رکھا ہے' اور اس نے اس تصنیف پر اسے ایک ہزار دینار انعام دیا۔ اور اس کی حکومت' حکومت صلاحیہ کے زمانے تک دراز رہی اور اس نے عکا کا محاصرہ کیا اور اس سال تک وہ قابل تعریف سیرت وکردار اور قابل تعریف دل کا آدمی تھا۔

السبط نے بیان کیا ہے کہ مظفر کے دستر خوان میلاد پر حاضر ہونے والے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ وہ اس بارے میں دستر خوان کو پانچ ہزار بھنے ہوئے سروں' دس ہزار مرغیوں' ایک لاکھ مٹی کے پیالوں اور حلوے کی تیس ہزار پلیٹوں تک بڑھا دیتا تھا۔

راوی بیان کرتا ہے اور میلاد کے موقع پر اس کے پاس بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے اور وہ انہیں خلعت دیتا

« Start Prev 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 Next End »

Like Share 622 Share

398374

Home Scanned Pages About Ahlus Sunnah About Us FeedBack Guest Book

search...

Main Menu

- Home
- Istawa (Establishment) and Nazul (Descent) of Allah
- Tafsir of Ayat al Kursi
- Virtues of Dhikr
- Did Prophet (Peace be upon him) See Allah?
- Building Structure over Graves & Recitation of Quran there
- Rights of Non-Muslims in Islam

Ahadith

- Sahih Bukhari

Prophet (صلى الله عليه وسلم)

- Finality of Prophethood
- Necessity of Loving the Prophet (صلى الله عليه وسلم)

Like Share 622 Share

24. Imam Jalal ud din Suyuti(Rahimuhullah)

Front Cover, Imam Jalal ud din Suyuti (Rahimuhullah)'s Al Hawi lil Fatawi in 2 Volumes, Maktabba al Asriyyah, Beirut, Lebanon

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

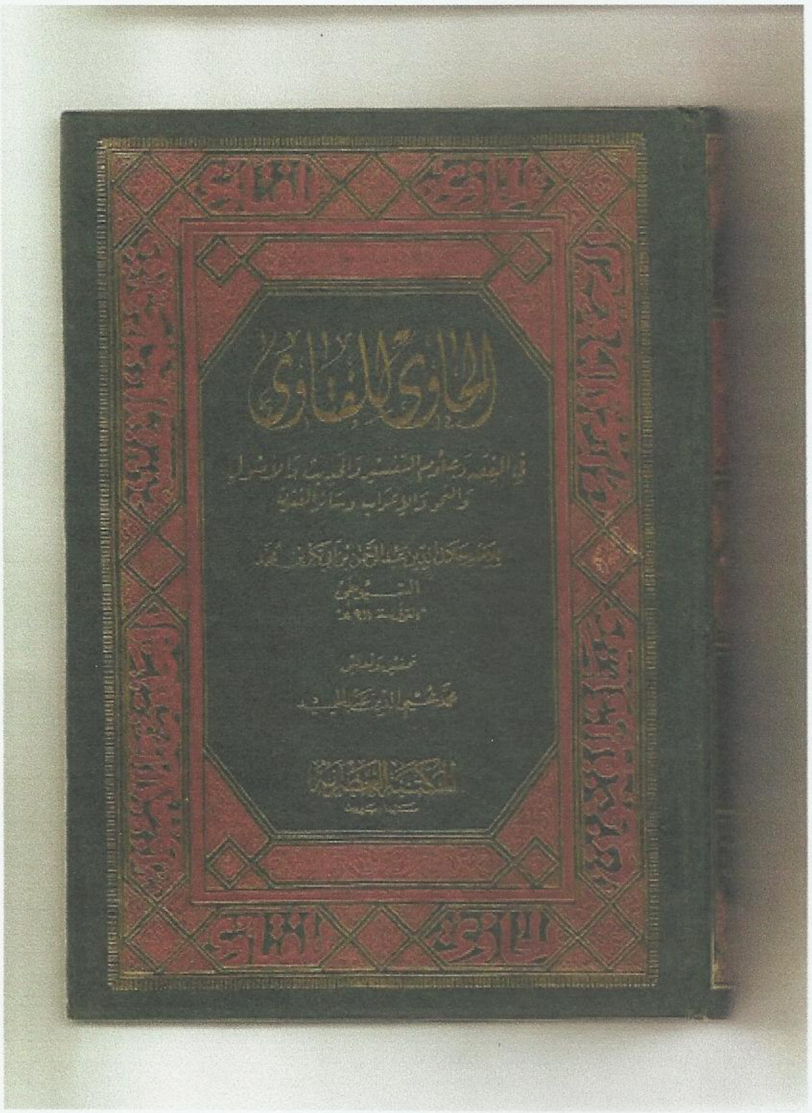

Volume 1, Page No. 292, Published by Maktaba al Asriya, Beirut, Lebanon

al-Hussain (R.A)
- Using Alaih Salam with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

فإن قصد بذلك إكرامه ؛ لأجل الأحاديث الواردة فى إكرامه فحَسَنٌ ، ودَوْسُه مكروه كراهة شديدة ، بل مجرد إلقائه فى الأرض من غير دوس مكروه ، لحديثٍ ورد فى ذلك .

* * *

حسن المَقْصِد ، فى عمل المولد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، و بعد فقد وقع السؤالُ عن عمل المولد النبوى فى شهر ربيع الأول ، ما حُكمُهُ من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل يثاب فاعله أو لا ؟

والجواب عندى : أن أصل عمل المولد الذى هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدأ أمر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الآيات ، ثم يمدُّ لهم سِماط يأكلونه و ينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة[1] التى يثاب عليها صاحبها ؛ لما فيه من تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم ، و إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف .

وأول مَنْ أحدث فعل ذلك صاحب إرْبِلَ الملكُ المظفر أبو سعيد كوكبرى ابن زين الدين على بن بكتكين ، أحد الملوك الأمجاد ، والكبراء الأجواد ، وكان له آثار حسنة ، وهو الذى عمر الجامع المظفرى بسفح قاسيون .

قال ابن كثير فى تاريخه : كان يعمل المولد الشريف فى ربيع الأول ،

« Start Prev 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 Next End »

Like Share 622 Share

398378

Home Scanned Pages About Ahlus Sunnah About Us FeedBack Guest Book

search...

Main Menu

- Home
- Istawa (Establishment) and Nazul (Descent) of Allah
- Tafsir of Ayat al Kursi
- Virtues of Dhikr
- Did Prophet (Peace be upon him) See Allah?
- Building Structure over Graves & Recitation of Quran there
- Rights of Non-Muslims in Islam

Ahadith

- Sahih Bukhari

Prophet (صلی اللہ علیہ وسلم)

- Finality of Prophethood
- Necessity of Loving the Prophet (صلی اللہ علیہ وسلم)

Like Share 622 Share

61. Sheikh ul Islam and hadith Master of his age, Ibn Hajr Asqalani

Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid, Imam Jalal al-Din al-Suyuti, Publish by Dar al Kutub

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

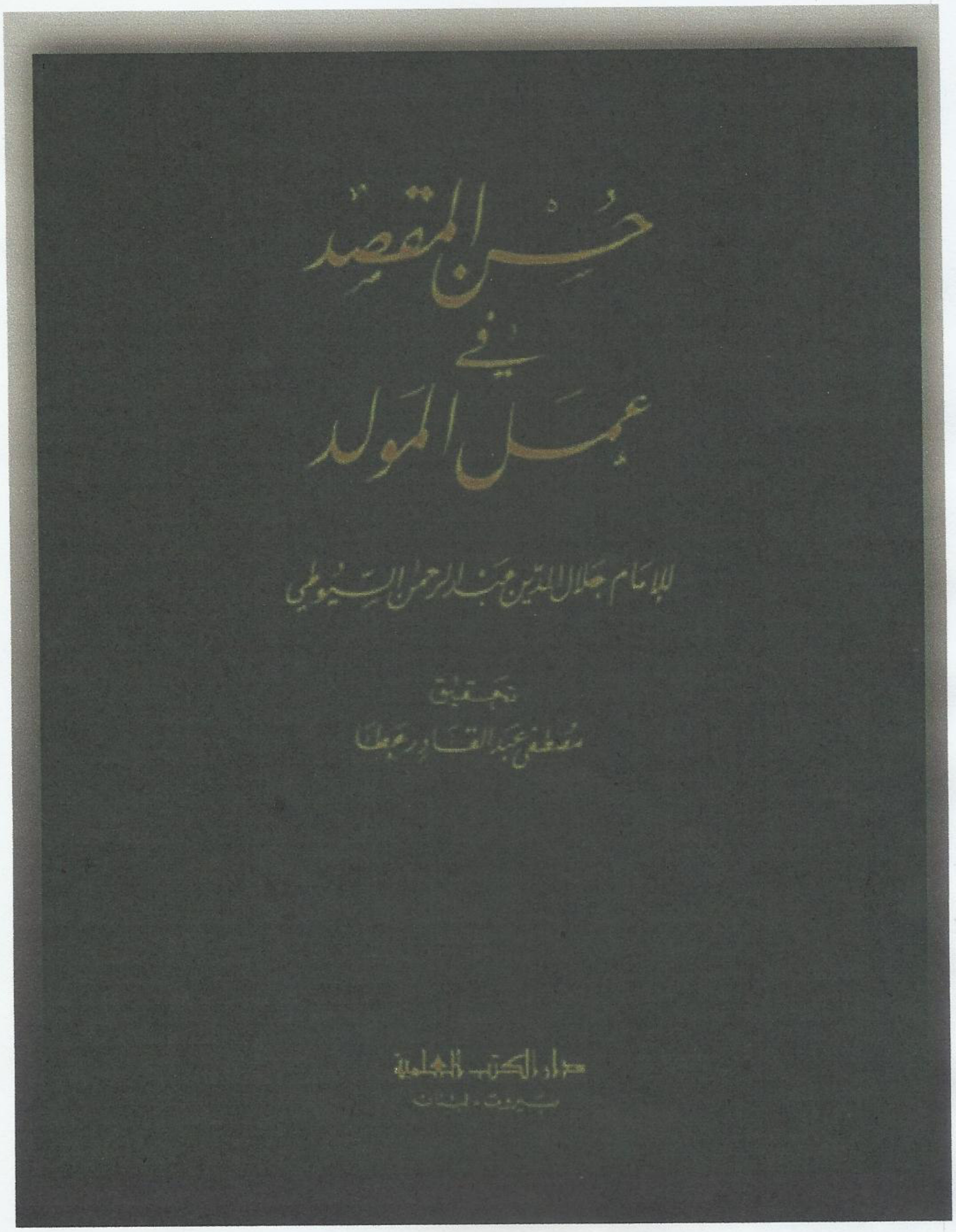

Page No. 54

al-Hussain (R.A)

- Using Alaih Salam with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

لصلاة التراويح [سُنَّة] [١٠٣]، فلا نمنع من الاجتماع [١٠٤] لصلاة التراويح لأجل هذه الأمور التي قُرِنَت بها.

كلا، بل نقول: أصل الاجتماع لصلاة التراويح سُنَّة وقُرْبَة، وما ضُمَّ إليها من هذه الأمور قبيح [و] [١٠٥] شنيع.

وكذلك نقول: أصل الاجتماع لإظهار شعار [١٠٦] المولد مندوب وقُرْبَة، وما ضُمَّ إليه [١٠٧] من هذه الأمور مذموم ممنوع.

وقوله [١٠٨] « مع أن الشهر الذي ولد فيه... » إلى آخره.

جوابه أن يقال: ولادته [١٠٩] ﷺ أعظم النعم علينا، [و] [١١٠] وفاته أعظم المصائب بنا [١١١]، والشريعة حَثَّتْ على إظهار شكر النعم والصبر والسكون والكتم عند المصائب. وقد أمر الشارع [١١٢] بالعقيقة [١١٣] عند الولادة وهي إظهار [و] [١١٤] شكر وفرح بالمولود [١١٥]، ولم يأمر عند الموت بذبح ولا [١١٦] بغيره،

(١٠٣) ما بين المعقوفتين سقطت من ط.

(١٠٤) في ط: فهل يتصور ذم الاجتماع.

(١٠٥) ما بين المعقوفتين سقطت من ا.

(١٠٦) في ا: إجتماع شعار المولد.

(١٠٧) في ا، إليها.

(١٠٨) في ا: وقول.

(١٠٩) في ط: جوابه أن يقال أولاً إن ولادته.

(١١٠) ما بين المعقوفتين سقطت من ا.

(١١١) في ط: لنا.

(١١٢) في ط: الشرع.

(١١٣) العقيقة: عق عن ولده - من باب رد - إذا ذبح عنه يوم أسبوعه، وكذا إذا حلق عقيقته، وهي الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم اسبوعه عقيقة.

(١١٤) ما بين المعقوفتين سقطت من ا.

(١١٥) في ا: وفرح بالمولد.

(١١٦) في ا: فلا.

٥٤

Page No. 55

Home Scanned Pages About Ahlus Sunnah About Us FeedBack Guest Book

search...

Main Menu

- Home
- Istawa (Establishment) and Nazul (Descent) of Allah
- Tafsir of Ayat al Kursi
- Virtues of Dhikr
- Did Prophet (Peace be upon him) See Allah?
- Building Structure over Graves & Recitation of Quran there
- Rights of Non-Muslims in Islam

Ahadith

- Sahih Bukhari

Prophet (صلی اللہ علیہ وسلم)

- Finality of Prophethood
- Necessity of Loving the Prophet (صلی اللہ علیہ وسلم)

Like Share 622 Share

Page 57 of 227

57. Sheikh ul Islam and hadith Master of his age, Ibn Hajr Asqalani

Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid, Imam Jalal al-Din al-Suyuti, Publish by Dar al Kutub

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

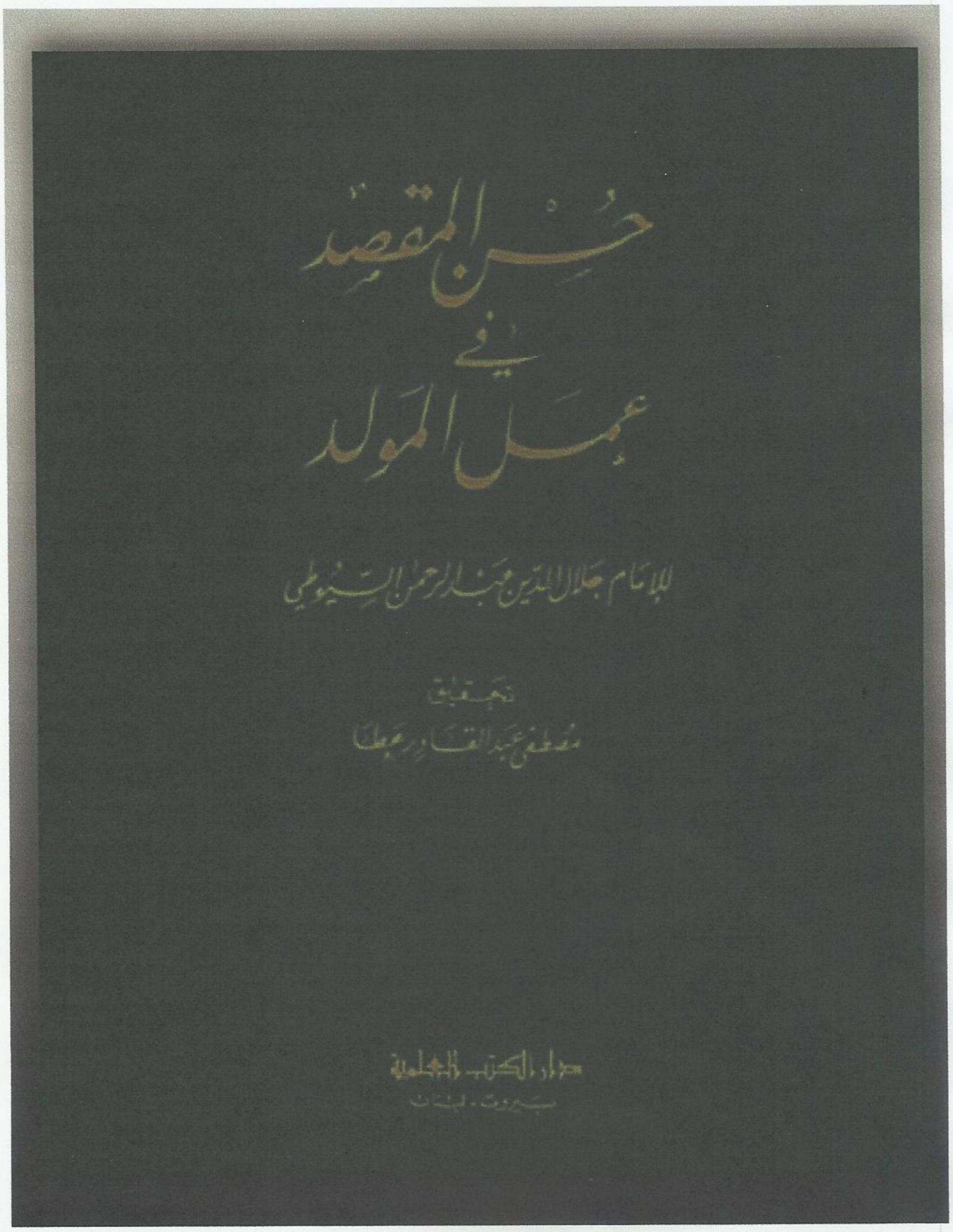

Page No. 63

al-Hussain (R.A)
- Using Alaih Salam with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

كلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر في عمل المولد :

وقد سئل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه :

أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ، ولكنها مع ذلك فقد اشتملت على محاسن وضدها . فمن تحرى في عملها المحاسن ، وتجنب ضدها ، كان بدعة حسنة ، وإلا فلا .

قال : وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت ، وهو ما ثبت في الصحيحين من « أن النبي ﷺ قدم المدينة ، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ، فسألهم فقالوا : هو (١٧٩) يوم أغرق الله فيه فرعون ، ونجى موسى ، فنحن نصومه شكراً لله تعالى » (١٨٠) .

فيستفاد منه فعل الشكر لله [تعالى] (١٨١) على ما منَّ به في يوم معين من إسداء (١٨٢) نعمة ، أو دفع نقمة . ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة .

والشكر لله [تعالى] (١٨٣) يحصل بأنواع العبادات كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة ، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي [ﷺ] (١٨٤) [الذي هو] (١٨٥) نبي الرحمة في ذلك اليوم .

---

(١٧٩) في ا : هذا يوم .

(١٨٠) أخرجه البخاري ، في كتاب الصوم ، باب ٦٩ ، وفي كتاب الأنبياء ، باب ٢٤ ، وابن ماجة ، في كتاب الصيام ، باب ٤١ . ومالك في الموطأ ، في كتاب الصيام حديث ١٢٨ . والإمام أحمد بن حنبل في المسند ١ / ٢٩١ ، ٣١٠ ، ٣٦٦ ، ٢ / ٣٥٩ .

(١٨١) ما بين المعقوفتين سقطت من ط .

(١٨٢) في ا : كلمة غير مقروءة رسمت هكذا ٥ أصول .

(١٨٣) ما بين المعقوفتين سقطت من ا .

(١٨٤) ما بين المعقوفتين سقطت من ط .

(١٨٥) ما بين المعقوفتين سقطت من ط .

٦٣

« Start Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next End »

Like Share 622 Share

398379

Like Share 622 Share

58. Sheikh ul Islam and hadith Master of his age, Ibn Hajr Asqalani

Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid, Imam Jalal al-Din al-Suyuti, Publish by Dar al Kutub

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

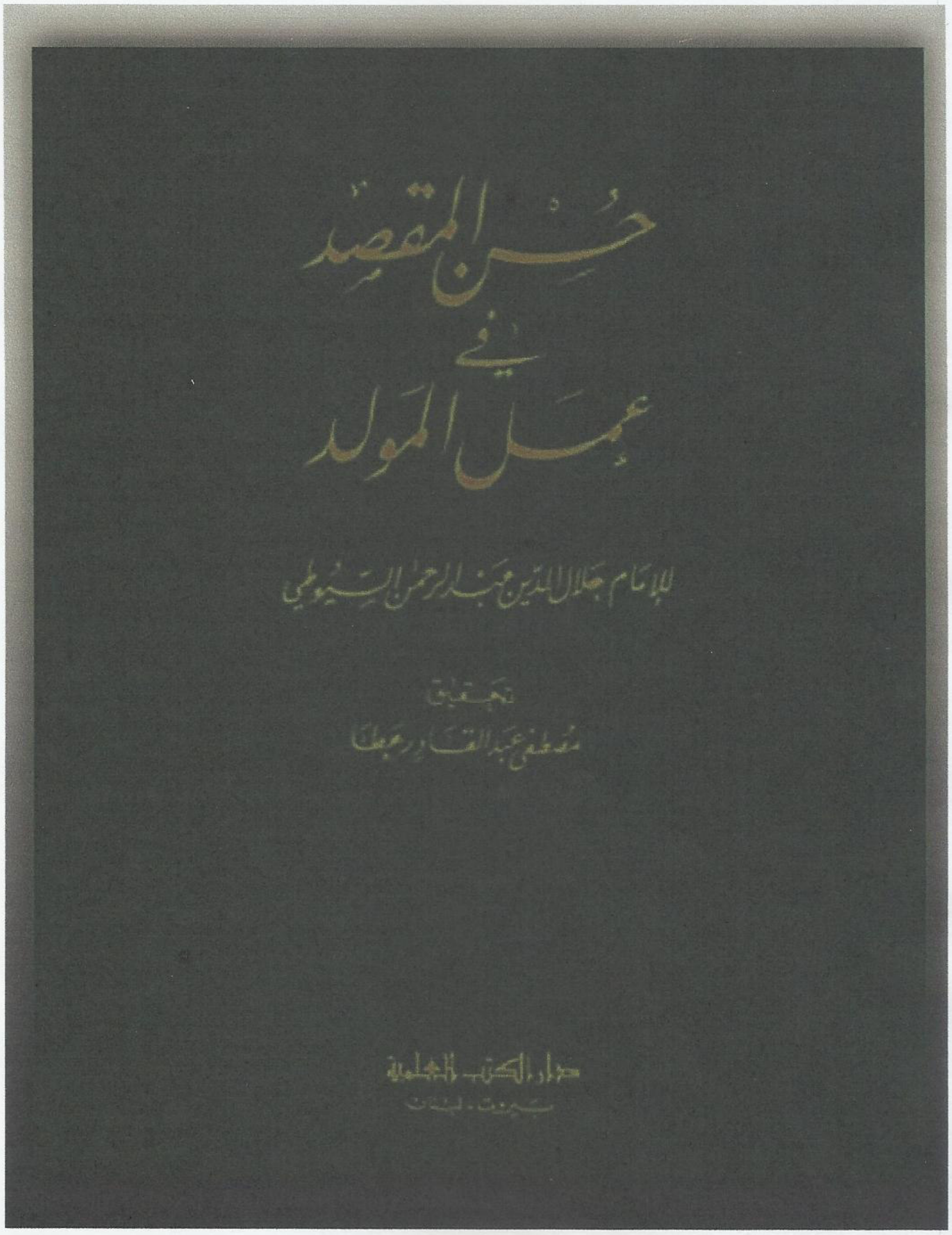

Page No. 64

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

al-Hussain (R.A)
- Using Alaih Salaṃ with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه، حتى يطابق قصة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء.

ومن لم يلاحظ[١٨٦] ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم في الشهر، بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة، وفيه ما فيه. فهذا ما يتعلق بأصل عمله.

ما يجب أن يقتصر عليه عمل المولد:

وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة، والإطعام، والصدقة، وإنشاء شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير، والعمل للآخرة.

ما يجب تجنبه:

وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك، فينبغي أن يقال: ماكان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور[١٨٧] بذلك اليوم، لا بأس بإلحاقه به، وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع. وكذا ما كان خلاف الأولى. إنتهى.

ما ورد في عقيقة النبي ﷺ عن نفسه بعد البعث:

قلت: وظهر لي تخريجه على أصل آخر، وهو ما أخرجه البيهقي، عن أنس، رضي الله عنه «أن النبي ﷺ عقّ عن نفسه بعد النبوة»[١٨٨].

---

(١٨٦) في ا: ومن أن لم.

(١٨٧) في ا: لا يتعين للسرور.

(١٨٨) في السنن الكبرى ٩/ ٣٠٠. قال البيهقي: قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله بن محرر - وهو الذي روى عنه أنس عن قتادة عن عبد الله بن محرر - لحال هذا الحديث. وفي مجمع الزوائد للهيثمي ٤/ ٥٩: عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعدما بعث نبياً. قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان. اهـ.

٦٤

« Start Prev 51 52 53 54 55 56 57 **58** 59 60 Next End »

Like Share 622 Share

398379

Like Share 622 Share

59. Sheikh ul Islam and hadith Master of his age, Ibn Hajr Asqalani

Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid, Imam Jalal al-Din al-Suyuti, Publish by Dar al Kutub

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

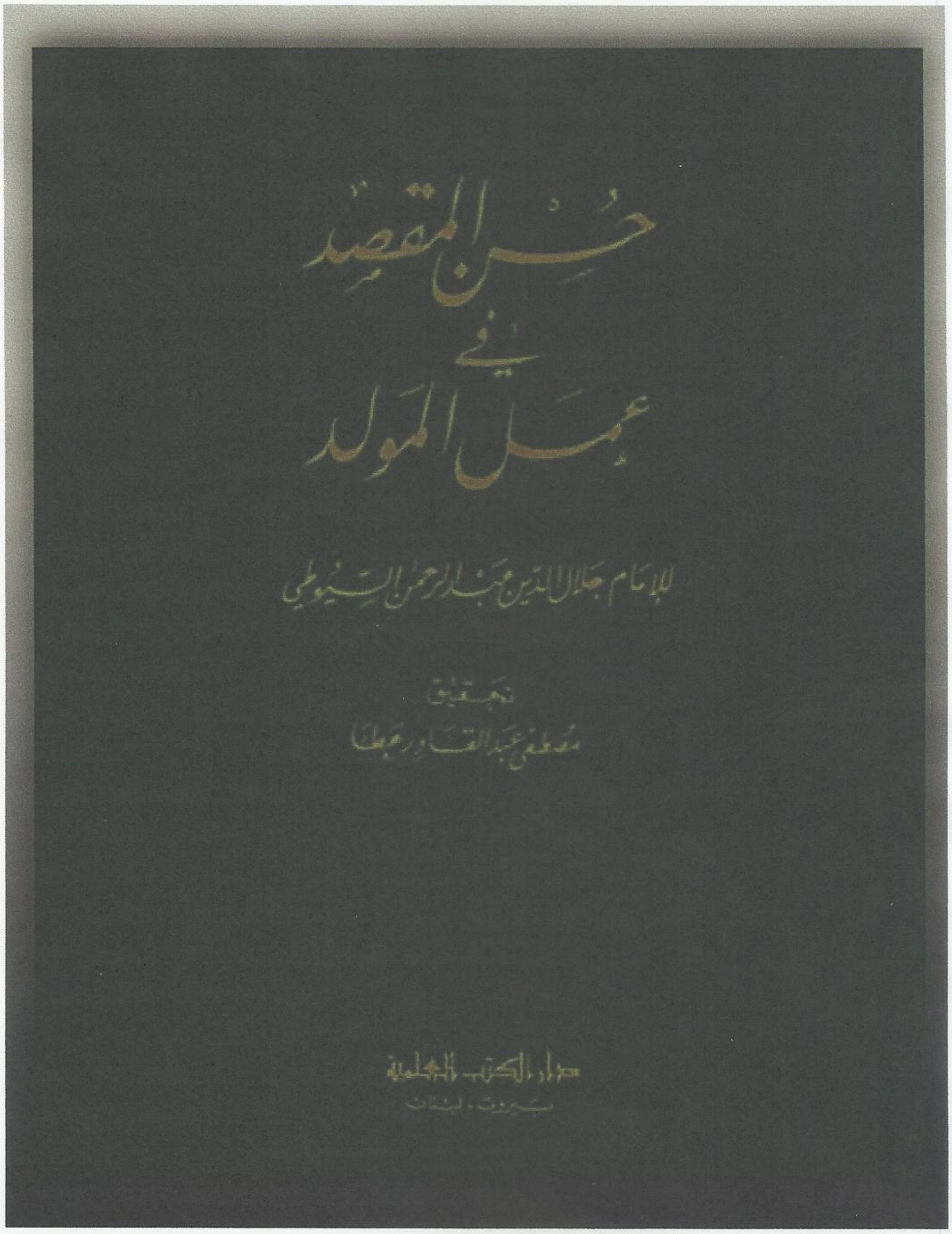

Page No. 64-65

al-Hussain (R.A)
- Using Alaih Salam with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عقَّ عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي ﷺ إظهاراً للشكر على إيجاد الله تعالى إياه، رحمة للعالمين، وتشريفاً(١٨٩) لأمته، كما كان يصلي على نفسه، لذلك(١٩٠) فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده باجتماع الإخوان(١٩١)، وإطعام الطعام، ونحو ذلك من وجوه القربات، وإظهار المسرات.

قول الحافظ شمس الدين الجزري:

ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين الجزري(١٩٢) قال في كتابه [المسمى](١٩٣) «عرف التعريف بالمولد الشريف» ما نصه:

وقد رؤي أبو لهب [بعد موته](١٩٤) في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار، إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين، وأمص من بين أصبعي هاتين ماء بقدر هذا - وأشار برأس إصبعه - وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشّرتني بولادة النبي ﷺ وبإرضاعها له».

فإذا كان أبو لهب الكافر، الذي نزل القرآن بذمه جوزي [في النار](١٩٥)

---

(١٨٩) في ط: تشريع.
(١٩٠) في ا: كذلك.
(١٩١) في ط: بالاجتماع وإطعام الطعام.
(١٩٢) هو: محمد بن عبد الله، شمس الدين الجزري الشافعي، متأدب، متفقه، من أهل الجزيرة، رحل إلى عدن، وكتب بعض أعيانها إلى الملك المظفر (الرسولي) بتعز، مات بعد سنة ٦٦٠هـ، له (المختصر في الرد على أهل البدع (أنظر: تاريخ ثغر عدن ٢٢١، BROCKS.1:766، والإعلام للزركلي ٦/ ٢٣٣).
(١٩٣) ما بين المعقوفتين سقطت من ا.
(١٩٤) ما بين المعقوفتين سقطت من ا.
(١٩٥) ما بين المعقوفتين سقطت من (ا) وكتبت على الهامش.

٦٥

« Start Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next End »

Like Share 622 Share

398382

Like Share 622 Share

50. Imam Jalal al-Din al-Suyuti

Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid, Imam Jalal al-Din al-Suyuti, Publish by Dar al Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon

- Tawassul - Intercession through Prophets and Righteous
- Belief in Knowledge of Unseen
- Barakah (Blessing) through the Relics of Prophet(صلى الله عليه وسلم)
- Haqiqat al Muhammadiyah (صلى الله عليه وسلم)
- The Life of Prophets in their Graves
- Ruling on Degrader of Prophet (صلى الله عليه وسلم)
- Durood and Salaam
- Mawlid un-Nabi - The Blessed birth of Prophet
- Seeing of Prophet(صلى الله عليه وآله وسلم) while Awake
- Analysis on Visiting the Grave of Prophet

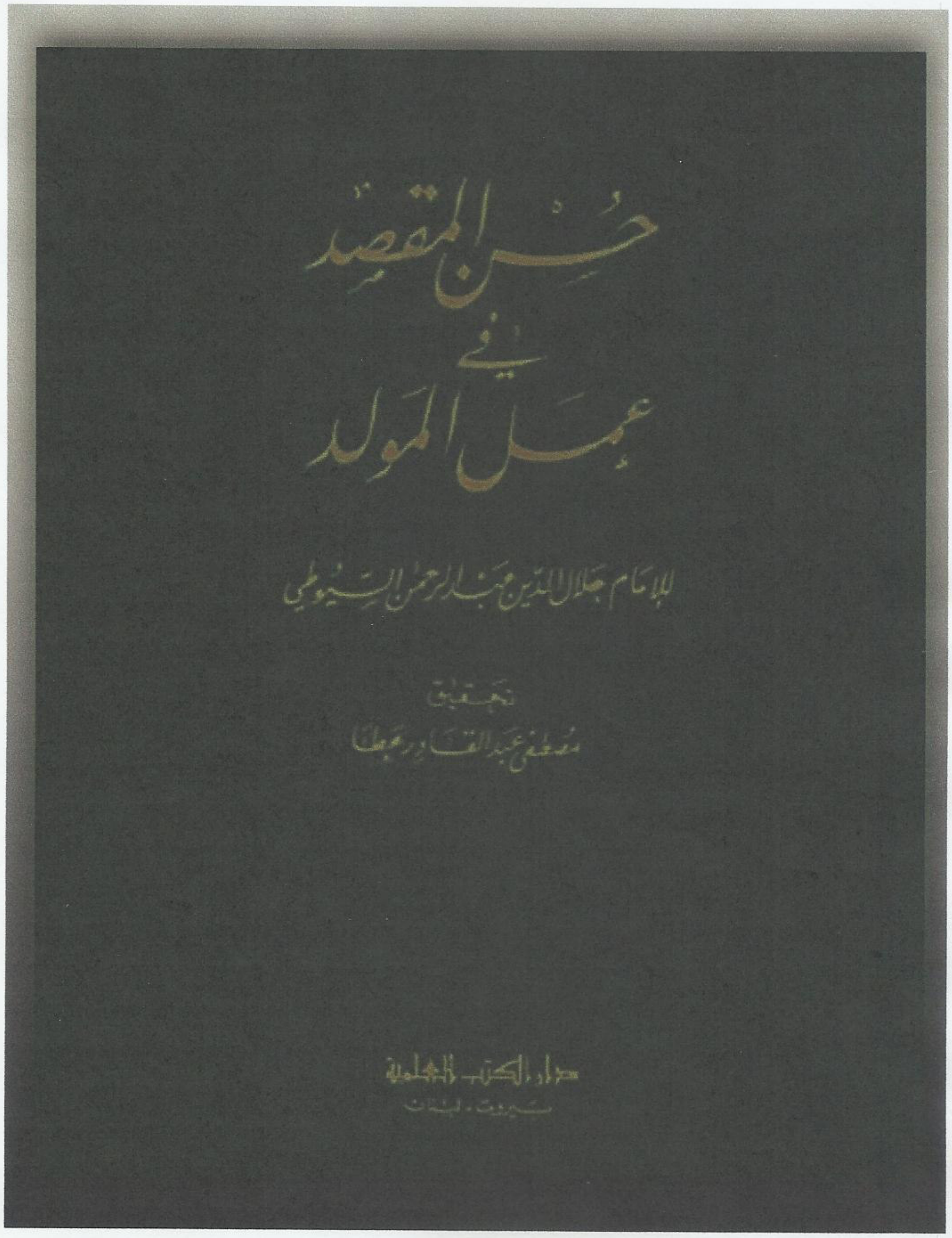

Imam Shams-ud-din Dimishqi Writes: Page No. 66

Companions

- Ahlul Bayt (The Blessed family of Prophet)
- Sahaba and their Merits
- Martyrdom of Imam

al-Hussain (R.A)

- Using Alaih Salam with Ahle bait

Tassawuf

- Merits of Sufis
- Raqs (dance) in remembrance of Allah?

Fiqh

- Fiqh (General Issues)
- Imam Abu Hanifa and Narration of Hadiths
- Collection of Hadiths
- Salaat ut-Tarawih
- Yazid bin Muawiya
- Quran and Sunnah on Prostration Controversy
- Seeking Help from Anbiya and Awliya (Istighatha)
- Salat ut-Tasbih
- The Fitnah of Takfir
- Ruling on face veil
- Difference between prayer of Man and a Woman
- Reciting Surah al-Fatiha behind Imam?

بفرحة ليلة مولد النبي ﷺ به، فما حال المسلم المُوَحّد من أمة النبي ﷺ، يسر بمولده، ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته ﷺ.

ولعمري إنما يكون جزاؤه من المولى الكريم، أن يدخله بفضله جنات النعيم.

قول الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي:

وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى بـ «مورد الصادي[196] في مولد الهادي»:

وقد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب [النار][197] في مثل يوم الاثنين، لإعتاقه ثويبة سروراً بميلاد النبي ﷺ، ثم أنشد:

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه ... وتبت يداه في الجحيم مخلدا
أتى أنه في يوم الاثنين دائماً ... يخفف عنه للسرور بأحمدا
فما الظن بالعبد الذي طول عمره ... بأحمد مسروراً ومات موحدا

قول الكمال الأدفوي:

وقال الكمال الأدفوي[198] في «الطالع السعيد»:

حكى لنا صاحبنا العدل ناصر الدين محمود بن العماد أن أبا الطيب محمد بن

---

(١٩٦) في ا: مولد الصاري.

(١٩٧) ما بين المعقوفتين سقطت من ا.

(١٩٨) هو: جعفر بن تغلب بن جعفر الأدفوي، أبو الفضل، كمال الدين: مؤرخ، له علم بالأدب والفقه والفرائض والموسيقى. ولد في ادفو بصعيد مصر سنة ٦٨٥هـ، وتوفي في سنة ٧٤٨هـ. من كتبه: الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد، والبدر السافر وتحفة المسافر، والإمتاع بأحكام السماع وغيرهم. (أنظر: ديوان الإسلام، وآداب اللغة ٣/ ١٦٠، وشذرات الذهب ٦/ ١٥٣، والدرر الكامنة ١/ ٥٣٥، والبدر الطالع ١/ ١٨٣، والإعلام للزريكلي ٢/ ١٢٢، ١٢٣).

٦٦

« Start Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next End »

Like Share 622 Share

398384